গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/বাজেট-২০০৫/১৯৭ তারিখঃ ২৮/০৭/২০০৫ ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)

বিষয়ঃ ২০০৫ এর বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহের ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ২০০৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও ভ্রমণকর আইন, ২০০৩ এ কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা, ভ্রমণ কর আইন ও ভ্রমণ কর বিধিমালায় আনীত সংশোধনী এবং এস.আর.ও এর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধানাবলীর যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলোঃ

১। **২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য কর হারঃ**

(ক) ব্যক্তি শ্রেণীর কর হারঃ

চলতি ২০০৫-২০০৬ কর বছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের প্রযোজ্য করহার নিম্নরূপঃ

মোট আয়	করহার
(ক) প্রথম ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(গ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যূনতম করের পরিমাণ কোন ভাবেই ১,৫০০/- টাকার কম হবে না।

অর্থ আইন, ২০০৫ এর মাধ্যমে ব্যক্তি করদাতা (অনিবাসী বাংলাদেশীসহ), হিন্দু যৌথ পরিবার, অংশীদারী ফার্ম, ব্যক্তি সংঘ (association of persons) এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি শ্রেণীর (artifical juridical persons) করদাতাদের আয়কর হার পুনঃ নির্ধারণ ও পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এরূপ করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা পূর্বের ১,০০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,২০,০০০/- টাকা করা হয়েছে। এ কর হার ২০০৬-২০০৭ কর বছর থেকে প্রযোজ্য হবে, যা নিম্নরূপঃ

মোট আয়	কর হার
(ক) প্রথম ১,২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

উল্লেখ্য প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ ১,৫০০/- টাকা থেকে ১,৮০০/- টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে।

(খ কোম্পানীর কর হার ঃ

চলতি ২০০৫-২০০৬ কর বছরের জন্য কোম্পানী করদাতাদের প্রযোজ্য করহার নিম্নরূপঃ

কোম্পানীর প্রকৃতি	করহার	শর্ত
(অ) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল publicly traded compnay এর ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ	(ক) এরূপ কোম্পানী ২০ শতাংশ এর বেশী লভাংশ প্রদান করলে, প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত পারে; (খ) এরূপ কোম্পানী ১০ শতাংশের কম লভাংশ ঘোষণা করলে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভাংশ প্রদান না করলে এদের জন্য প্রযোজ্য করহার হবে ৩৭.৫ শতাংশ।
(আ) Non-publicly traded compnay সহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) এবং Income Tax Ordinance, 1984 এর section 2	উক্ত আয়ের ৩৭.৫ শতাংশ	

এর clause (20) এর sub-clause (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে		
(ই) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৪৫ শাতাংশ	
(ঈ) Income Tax Ordinance, 1984 এর section 16D অনুসারে dividend distribution tax আরোপযোগ্য নয় এইরূপ লভ্যাংশ আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	উক্ত আয়ের ১৫ শতাংশ	
(উ) কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	উক্ত আয়ের ২৫ শতাংশ	

অর্থ আইন, ২০০৫ এর মাধ্যমে ২০০৬-২০০৭ কর বছরের জন্য নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে (ব্যাংক, বীমা, ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) কর হার ৩৭.৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৪০% নির্ধারণ করে অন্যান্য শ্রেণীর কোম্পানীর করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২০০৬-২০০৭ কর বছর থেকে কোম্পানী করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য কর হার হবে নিম্নরূপঃ-

কোম্পানীর প্রকৃতি	করহার	শর্ত
(অ) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল publicly traded compnay এর ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ	(ক) এরূপ কোম্পানী ২০ শতাংশ এর বেশী লভাংশ প্রদান করলে, প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত পারে; (খ) এরূপ কোম্পানী ১০

		শতাংশের কম লভাংশ ঘোষণা করলে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভাংশ প্রদান না করলে এদের জন্য প্রযোজ্য করহার হবে ৪০ শতাংশ।
(আ) Non-publicly traded compnay সহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) এবং Income Tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (20) এর sub-clause (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৪০ শতাংশ	
(ই) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৪৫ শতাংশ	
(ঈ) Companies Act, 1913 (VII of 1913) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত অংশ পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা	উক্ত আয়ের ১৫ শতাংশ	

প্রত্যাবাসন যা Income Tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (26) এর sub-clause (dd) অনুসারে লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার উপর প্রযোজ্য কর		
(উ) কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	উক্ত আয়ের ২৫ শতাংশ	

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "publicly traded company" বলতে এরূপ কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বুঝাবে যা Companies Act, 1913 (VII of 1913) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয় বৎসরের আয়কর নির্ধারণ করা হবে সে আয় বৎসরের সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানীটির শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হতে হবে।

২। **Perquisite এর সংজ্ঞা পরিবর্তন এবং perquisite খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের সীমা পুনঃ নির্ধারণঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের 2 ধারার ক্লজ (45) এ বর্ণিত perquisite এর সংজ্ঞাটি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সহজবোধ্য করা হয়েছে। এখন থেকে কোন কর্মচারীকে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা, বকেয়া বেতন, অগ্রীম বেতন, ছুটি নগদায়ন বা ছুটি ভাতা এবং ওভারটাইম ভাতা ব্যতিরেকে অন্য যে কোন প্রকার আর্থিক বা অন্যকোন সুবিধা (নগদে রূপান্তরযোগ্য হোক বা না হোক) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা-2 এর ক্লজ (45) এর অধীন perquisite হিসেবে গণ্য হবে।

একইসাথে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা-30 এর ক্লজ (e) সংশোধন করে perquisite খাতে প্রতি কর্মচারীর জন্য বার্ষিক অনুমোদনযোগ্য খরচ ১,৫০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১,৯২,০০০/- টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী কোন নিয়োগকারী কর্তৃক perquisite খাতে তাঁর কোন কর্মচারীর জন্য বার্ষিক ১,৯২,০০০/- টাকার অতিরিক্ত খরচকে perquisite হিসাবে অনুমোদিত খরচ বলে গ্রাহ্য করা হবে না। এ বিধান ২০০৫-২০০৬ কর বছর থেকে প্রযোজ্য হবে।

৩। কোম্পানী সমূহের ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে dividend distribution tax বিলোপঃ

২০০৫ সালের ১লা জুলাই থেকে আয়কর অধ্যাদেশ এর 16D ধারা বিলোপের মাধ্যমে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক ডিভিডেন্ড ঘোষণার ক্ষেত্রে ১০% হারে dividend distribution tax প্রদানের বিধানটি বাতিল করা হয়েছে এবং এরূপ ডিভিডেন্ড আয়কে শেয়ার হোল্ডারদের হাতে করযোগ্য করা হয়েছে। এখন থেকে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক কোম্পানী ব্যতীত নিবাসী শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদেয় ডিভিডেন্ডের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০৫ বা এর পর প্রদেয় ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। ডিভিডেন্ড আয় শেয়ার হোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবার কারণে আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফশীলের পার্ট-A এর অনুচ্ছেদ 22 এ বর্ণিত 16D এর আওতায় ডিভিডেন্ড আয় শেয়ার হোল্ডারদের হাতে করমুক্ত বিধানটি বিলোপ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ৩০শে জুন, ২০০৫ এর মধ্যে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে ঘোষিত ডিভিডেন্ডের উপর dividend distribution tax উক্ত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়ে থাকলে এরূপ ডিভিডেন্ড প্রদানের সময় উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে এবং গ্রহীতার হাতে তা করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে ।

Dividend distribution tax আরোপের বিধানটি বিলুপ্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে আয়কর অধ্যাদেশের 44(4)(b) এবং 54 ধারায় dividend distribution tax সংক্রান্ত দু'টি proviso বিলোপ করা হয়েছে। একই সাথে Dividend distribution tax কে 'tax' এর সংজ্ঞার বহির্ভূত করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 2 এর উপ-ধারা (12) সংশোধন করা হয়েছে।

এছাড়া 54 ধারার উপ-ধারা (2) সংশোধন করে উপ কর কমিশনার কর্তৃক নিবাসী শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্ত ডিভিডেন্ডের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদানের বিধানটি বাতিল করা হয়েছে। পরিবর্তিত বিধান অনুযায়ী নিবাসী শেয়ার হোল্ডারদের যে কোন অংকের ডিভিডেন্ড প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। তবে অনিবাসী শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ডের উপর নিম্ন হারে বা কর কর্তন না করার সার্টিফিকেট প্রদানের বিধানটি বহাল রাখা হয়েছে।

৪। বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মানে বিনিয়োগ সম্পর্কিত **19B** ধারার পরিবর্তনঃ

আয়কর অধ্যাদেশের 19B ধারা সংশোধন করে বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট নির্মান বা এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ে বিনিয়োগের উপর সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপ ভিত্তিক কর হারের নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছে।

দালানের আয়তনের (plinth area) স্তর	পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার
২০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গ মিটার ১৫০/- টাকা।	প্রতি বর্গ মিটার ২০০/- টাকা।
২০০ বর্গ মিটারের অধিক	প্রতি বর্গ মিটার ২৫০/- টাকা।	প্রতি বর্গ মিটার ৩০০/- টাকা।

বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগের সময়কাল যে বৎসরই হোক না কেন, ১লা জুলাই ২০০৫ বা এর পরে 19B ধারায় বিনিয়োগ প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করা হলে পরিবর্তিত হারেই কর প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর প্রদানের এ বিধানটি ঐচ্ছিক অর্থাৎ কেহ যদি বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহলে এরূপ কর প্রদান ছাড়াই তিনি প্রচলিত নিয়মে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

৫। <u>বিনিয়োগ ভাতা খাতে খরচ সংক্রান্ত 29(1) ধারার ক্লজ (x) বিলোপঃ</u>

আয়কর অধ্যাদেশের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ 7 এর অধীনে ত্বরায়িত অবচয় প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির জন্য নির্ধারিত হারে বিনিয়োগ ভাতা খাতে খরচ অনুমোদনের ধারা 29 উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (x) এর বিধানটি বাতিল করা হয়েছে।

৬। <u>বানিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মন্দ ও কু-ঋণের **provision** কে বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ</u>

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (xviiiaa) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সহ সকল বানিজ্যিক বাংক সমূহের জন্য মোট বকেয়া ঋণের ২% পর্যন্ত bad debt provision বাবদ ব্যবসায়িক খরচ হিসাবে ২০০৫-২০০৬ কর বর্ষ পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য ছিল। অর্থ আইন, ২০০৫ এ এই ধারা সংশোধনী এনে এ খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের হার ১% নির্ধারণ করে এ সুবিধার মেয়াদ ২০০৬-২০০৭ কর বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭। <u>লোকসান সমন্বয় করার বিধান সংক্রান্ত 37 ধারার সংশোধনঃ</u>

আয়কর অধ্যাদেশের 37 ধারায় কোন করদাতার লোকসান সমন্বয় করার বিধানটি সংশোধন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, করদাতার করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত খাতের লোকসানের সাথে করযোগ্য অন্য কোন খাতের আয় সমন্বয় করা যাবে না। যেহেতু, করদাতার করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় করযোগ্য অন্য কোন খাতের আয়ের সাথে যোগ করা যায় না সেহেতু, করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ক্ষতির সাথে করযোগ্য অন্য কোন খাতের আয় সমন্বয় করা যাবে না। পরিবর্তিত এ বিধান ২০০৫-২০০৬ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৮। <u>অয়কর অধ্যাদেশের 44 ধারা সংশোধনঃ</u>

আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিল পার্ট-B তে নতুন কোন অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্তির আইনগত অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে 44 ধারার উপ-ধারা (2) এবং (3) তে কাঠামোগত পরিবর্তন এনে উপ-ধারাসমূহ সংশোধন করা হয়েছে। আয়কর রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা পূর্বের মতই ২,০০,০০০/-। তবে নতুন শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বমোট ২,২৫,০০০/- অথবা নিরূপিত মোট আয়ের ২০% এর মধ্যে যেটি কম তার উপর ১৫% হারে কর রেয়াত অনুমোদনের পূর্ববর্তী বিধানটি বহাল রয়েছে।

৯। **কর অবকাশ সংক্রান্ত 46A ধারা সংশোধনঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের 46A ধারার আওতায় কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ ৩০/৬/২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। অর্থ আইন, ২০০৫ এর মাধ্যমে 46A ধারার উপধারা (1) সংশোধনের মাধ্যমে কর অবকাশ সুবিধার মেয়াদ ৩০/০৬/২০০৮ ইং তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ বছরের পরিবর্তে ৪ বছর এবং রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল বিভাগসহ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সমূহের জন্য ৭ বছরের পরিবর্তে ৬ বছরের জন্য কর অবকাশ সুবিধার বিধান করে উপধারা (1) এর ক্লজ (a) এবং (b) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

এছাড়া উপধারা (1) এর Explanation টি বিলোপ করে নির্ধারিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করে নতুন উপধারা (1A) সন্নিবেশ করা হয়েছে। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প, ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্ত হবে তার তালিকা নিম্নরূপঃ

কর অবকাশযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা

১। টেক্সটাইল;
২। ফার্মাসিউটিক্যাল;
৩। মেলামাইন;
৪। প্লাস্টিক;
৫। সিরামিক ও সেনিট্যারি ওয়ার;
৬। লৌহ আকরিক (iron ore) থেকে ইস্পাত উৎপাদন;
৭। সার উৎপাদন;
৮। ইনসেক্টিসাইড এন্ড পেস্টিসাইড;
৯। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার উৎপাদন;
১০। তিন তারকা বা তদূর্ধ মান সম্পন্ন আবাসিক হোটেল;
১১। পেট্রো কেমিক্যালস;
১২। ড্রাগ, কেমিক্যালস ও ফার্মাসিউটিক্যালস এর মৌলিক উপাদান;
১৩। কৃষি যন্ত্রপাতি;
১৪। জাহাজ নির্মাণ;
১৫। বয়লারস এন্ড কমপ্রেসর;
১৬। টেক্সটাইল মেশিনারী;
১৭। হাই ভ্যালু গার্মেন্টস।
১৮। ভৌত অবকাঠামো ঃ
   (ক) সমুদ্র/নৌ বন্দর;
   (খ) কন্টেইনার টার্মিনাল/ইন্টারনাল কন্টেইনার ডিপো (ICD)/ কন্টেইনার ফ্রেইট ষ্টেশন (CFS);
   (গ) এলএনজি টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন;
   (ঘ) সিএনজি টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন;

(ঙ) গ্যাস পাইপ লাইন;
(চ) ফ্লাই ওভার;
(ছ) বৃহদাকার পানি শোধনাগার ও এর পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ;
(জ) বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট;এবং
(ঝ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা।

কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প, ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক বিনিয়োগের শর্ত সংক্রান্ত ধারা (2) উপ ধারা (c) সংশোধন করা হয়েছে। নতুন বিধান মোতাবেক কর অবকাশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে তাদের অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের ৩০ শতাংশ ঐ প্রতিষ্ঠানে বা নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর অবকাশকালীন সময়ে বা কর অবকাশকাল শেষ হবার পরবর্তী এক বছরের মধ্যে বিনিয়োগ করতে হবে এবং অতিরিক্ত আরও ১০ শতাংশ প্রত্যেক আয় বছর শেষ হবার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে ষ্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগের উল্লিখিত শর্ত পরিপালন না করলে কর অবকাশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের আয় সংশ্লিষ্ট কর বর্ষে করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

১০। **উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 51, 52A, 52B, 52F, 53F সংশোধনঃ**

অর্থ আইন, ২০০৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত কিছু কিছু ধারায় সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধনী সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) আয়কর অধ্যাদেশের 51 ধারায় আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারী সিকিউরিটিজ বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ বা ডিসকাউন্ট প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ২০% থেকে হ্রাস করে ১০% নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সিকিউরিটিজের মেয়াদ পূর্তির পর প্রদেয় সুদ বা ডিসকাউন্টের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের পূর্ববর্তী বিধানটি বাতিল করে সিকিউরিটিজ বিক্রির সময়ই অগ্রিম (upfront) উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই ২০০৫ বা এর পর যে সকল সিকিউরিটিজ বিক্রয় করা হবে, সে সকল সিকিউরিটিজ বিক্রির সময়ই মেয়াদান্তে উদ্ভূত সুদ বা ডিসকাউন্টের উপর অগ্রিম (upfront) উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। ১লা জুলাই ২০০৫ এর পূর্বে বিক্রয়কৃত সিকিউরিটিজ এর ক্ষেত্রে সুদ বা ডিসকাউন্ট প্রদানের সময় পূর্ববর্তী ২০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।

(খ) আয়কর অধ্যাদেশের 52A ধারার উপধারা (3) সংশোধনের মাধ্যমে "fees for professional or technical services" ফি এর উপর উৎসে আয়কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

(গ) আয়কর অধ্যাদেশের 52B ধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে বিড়ির ব্যান্ডরোল বিক্রির ক্ষেত্রে ব্যান্ডরোলের বিক্রয় মূল্যের উপর উৎসে আয়কর সংগ্রহের হার ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

(ঘ) আয়কর অধ্যাদেশের 52F ধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে ইট ভাটার লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়নের সময় এক সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ৭,৫০০/- টাকা, দেড় সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ১০,০০০/- টাকা এবং দুই সেকশন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইট ভাটার জন্য ১৫,০০০/- টাকা উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণ এরূপ কর আদায়ের জন্য উৎসে কর সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন।

এ ধারার অধীন "এক সেকশন" অর্থ অনধিক ২০৫ ফুট দৈর্ঘ্য, অনধিক ৫৪ ফূট প্রস্থ ও ৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কোন ইটভাটা, যাতে ন্যূনতম ১২০ ফুট অথবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত উচ্চতা ও বর্ণনার একটি চিমনী রয়েছে;

"দেড় সেকশন" অর্থ অনধিক ২৫০ ফুট দৈর্ঘ্য, অনধিক ৬২ ফূট প্রস্থ ও ৮ ফুট উচ্চতা অথবা ২৫০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৫৪ ফুট প্রস্থ ও ১০.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট কোন ইটভাটা (জিগজাগ বা হাওয়া ভাটার ক্ষেত্রে), যাতে ন্যূনতম ১২০ ফুট অথবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত উচ্চতা ও বর্ণনার একটি চিমনী রয়েছে;

"দুই সেকশন" অর্থ দেড় শেকশনের জন্য নির্ধারিত পরিমাপের উর্ধে যে কোন পরিমাপবিশিষ্ট কোন ইটভাটা, যাতে ন্যূনতম ১২০ ফুট অথবা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত উচ্চতা ও বর্ণনার একটি চিমনী রয়েছে।

(ঙ) আয়কর অধ্যাদেশের 53F ধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে ব্যাংক ছাড়াও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা লিজিং কোম্পানী এবং হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানী কর্তৃক গৃহীত আমানতের সুদ অথবা মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রেও ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। ১লা জুলাই, ২০০৫ বা এর পর হতে আমানতকারীকে সুদ বা মুনাফা পরিশোধ বা ক্রেডিট করার সময় এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

উপরোক্ত (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) তে বর্ণিত বিধানসমূহ ১লা জুলাই ২০০৫ থেকে কার্যকর হবে।

১১। **উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 53AA, 53BB, 53BBB, 53FF সংযোজনঃ**

অর্থ আইন, ২০০৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত কিছু নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত নতুন ধারাসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) Collection of tax from shipping business of a resident (ধারা-53AA)ঃ

আয়কর অধ্যাদেশের 53AA ধারা অনুযায়ী নিবাসী করদাতার মালিকানাধীন বা চার্টার্ড জাহাজ কর্তৃক বিদেশে মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়ার উপর ৪% হারে উৎসে আয়কর পরিশোধের বিধান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপ কর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎসে আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট জাহাজ মালিক কর্তৃক, কমিশনার অব কাস্টমস -এর নিকট দাখিলের পরই কমিশনার অব কাস্টমস জাহাজের পোর্ট ক্লিয়ারেন্স প্রদান করবেন। এ ধারার আওতায় সংগৃহীত করকে আয়কর অধ্যাদেশের 82C ধারার বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। এ ধারার ধারাবাহিকতায় আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিল, পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদ-31 বিলোপ করা হয়েছে।

(খ) Collection of tax from export of knit-wear and woven garments (ধারা 53BB)ঃ

আয়কর অধ্যাদেশের 53BB ধারা অনুযায়ী নীটওয়্যার এবং ওভেন গার্মেন্টস্ রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানীকারকের নিকট থেকে মোট রপ্তানি মূল্যের উপর ০.২৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। নীটওয়্যার এবং ওভেন গার্মেন্টস্ রপ্তানী হতে ১লা জুলাই ২০০৫ বা এর পরে প্রাপ্ত export proceeds এর মোট মূল্য অর্থাৎ ইনভয়েস ভ্যালুর উপর উৎসে আয়কর কর্তনের এ বিধান প্রযোজ্য হবে। একই সাথে এস.আর.ও নং-২০৫-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে এরূপ রপ্তানি আয়ের জন্য উৎসে কর্তিত আয়করকে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

(১) উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের 19 বা 30 ধারায় নিরুপিত আয় চূড়ান্ত করদায় বর্হিভূত হবে। অর্থাৎ অধ্যাদেশের 19 ধারায় অব্যাখ্যায়িত আয় এবং করদাতার হিসাবে দাবীকৃত কোন খরচের খাত থেকে বিধি মোতাবেক কর কর্তন করা না হলে বা অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ দাবী করা হলে 30 ধারায় অগ্রাহ্যকৃত অংকের উপর প্রচলিত হারে করারোপন করতে হবে।

(২) আয় নিরুপণের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের ধারণাগত আয়করের হার ১০% বিবেচনা পূর্বক আয় নিরুপণ করিতে হইবে;

(৩) আয়কর অধ্যাদেশের অন্যান্য যে কোন ধারার আয় এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নিরুপিত হইবে;

আয়কর অধ্যাদেশের অধীন কোন কোম্পানী যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ কর অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করে থাকে সেক্ষেত্রে করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোন কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তন সাপেক্ষে রপ্তানি খাতে প্রাপ্তি করদাতার হিসাবে ক্রেডিট করার অনুমতি প্রদান করতে পারে।

উদাহরণঃ ধরা যাক্ কোন কোম্পানীর মোট রপ্তানি মূল্য ১,০০,০০,০০০/- টাকা। এক্ষেত্রে ০.২৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ হবে (১,০০,০০,০০০ × ০.২৫) = ২৫,০০০ টাকা উক্ত করদাতার নিরূপিত আয় হবে নিম্নরূপঃ

১০ টাকা করের জন্য আয়ের পরিমাণ = ১০০ টাকা

১ টাকা করের জন্য আয়ের পরিমাণ = $\frac{১০০}{১০}$ টাকা

২৫,০০০ টাকা করের জন্য

আয়ের পরিমাণ $= \frac{১০০ \times ২৫০০০}{১০} = ২,৫০,০০০$টাকা

অর্থাৎ কোন করদাতার ১ কোটি টাকা রপ্তানির ক্ষেত্রে নিরূপিত আয়ের পরিমাণ হবে ২,৫০,০০০/- টাকা।

(গ) Collection of tax from member of Stock Exchanges (ধারা 53BBB)ঃ
আয়কর অধ্যাদেশের 53BBB ধারা অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট থেকে শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, বন্ড অথবা সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য কর্তৃক শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, বন্ড অথবা সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের মোট মূল্যের উপর ০.০১৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। এ ধারার আওতায় সংগৃহীত করকে আয়কর অধ্যাদেশের 82C ধারার বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে।

(ঘ) Collection of tax from persons engaged in real estate or land development business (ধারা 53FF)ঃ
আয়কর অধ্যাদেশের 53FF ধারায় রিয়েল এস্টেট বা ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমি, বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট বিক্রির ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রেশন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছেঃ

(ক) বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারের জন্য ১৭৫/- টাকা।

(খ) জমি বা প্লটের ক্ষেত্রে দলিল মূল্যের উপর ২.৫ শতাংশ।

এ ধারার আওতায় সংগৃহীত করকে আয়কর অধ্যাদেশের 82C ধারার বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। পে-অর্ডারের মাধ্যমে উক্ত আয়কর জমা করতে হবে।

উপরোক্ত (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) তে বর্ণিত নতুন সংযোজিত বিধানসমূহ ১লা জুলাই ২০০৫ থেকে কার্যকর হবে।

১২। **আয়কর রিটার্ণ দাখিল সংক্রান্ত 75 ধারার সংশোধনঃ**

ইতোপূর্বে আয়কর অধ্যাদেশের 75 ধারার বিধান মোতাবেক আয়কর রিটার্ণ দাখিলের ক্ষেত্রে মোট আয়ের সীমা ৩ লক্ষ টাকার বেশী হলে রিটার্ণের সাথে আয়কর অধ্যাদেশের 80 ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা ছিল। 75 ধারার উপধারা (2) এর ক্লজ (d) এর সাব-ক্লজ (ii) তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে যে কোন আয়ের জন্য সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৩। **সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারী সংক্রান্ত 80 ধারা সংশোধনঃ**

করদাতা বা করদাতার স্বামী বা স্ত্রী বা নাবালক সন্তান অথবা নির্ভরশীলের সম্পদ ও দায় বিবরণী দাখিলের নোটিশ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের 80 ধারার বিধানটিতে সংশোধনী আনা হয়েছে। করদাতার জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের ছক দাখিলের বিধানটি অন্তর্ভূক্ত করে এই ধারায় নতুন উপ-ধারা (d) সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া এই ধারার শিরোনামে জীবন যাত্রার তথ্যের ছক নামটি অন্তর্ভূক্ত করে শিরোনামটি সংশোধন করা হয়েছে।

১৪। **কতিপয় কর্পোরেট করদাতার ক্ষেত্রে রিটার্ণে ঘোষিত আয় গ্রহণ করা সম্পর্কিত 82 ধারার সংশোধনঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের 82 ধারার (1) উপ-ধারার প্রথম proviso অনুসারে নির্ধারিত কতিপয় কোম্পানীর ঘোষিত আয় চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে গ্রহণ করার বিধান ছিল। উপ-ধারা (1) এ নতুন ক্লজ (bb) সংযোজনের মাধ্যমে ঐ সকল কোম্পানীর জন্য ক্ষতি প্রদর্শন বা সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের চেয়ে কম আয় প্রদর্শন বা কর প্রত্যর্পণ সৃষ্টি হয় এরূপ আয় প্রদর্শন করে রিটার্ণ দাখিল করা যাবে না, এরূপ বিধান করা হয়েছে।

এছাড়া উপ-ধারা (2) সংশোধন করে এই ধারার আওতায় দাখিলকৃত রিটার্ণ হতে যে কোন সংখ্যক রিটার্ণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে অডিট করা যাবে এরূপ বিধান করা হয়েছে।

পরিবর্তিত এ বিধান ২০০৫-২০০৬ কর বছর থেকে কার্যকর হবে।

১৫। **ত্বরায়িত অবচয় ভাতার মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্তঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের তৃতীয় তফসিলের অনুচ্ছেদ 7 এর বিধান মোতাবেক ৩০ শে জুন, ২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত স্থাপিত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রথম বছরই ১০০% হারে ত্বরায়িত ভাতা অনুমোদনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০৫ এর মাধ্যমে এই অনুচ্ছেদে সংশোধনী এনে আগামী ৩০/০৬/২০০৮ ইং পর্যন্ত স্থাপিত যন্ত্রপাতির জন্য

ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদনযোগ্য করা হয়েছে। তবে অনুচ্ছেদ 7A এর আওতায় অনুমোদনযোগ্য ত্বরায়িত অবচয় ভাতার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। এ মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০০৫ ইং তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পরিবর্তিত এ বিধানটি ২০০৫-২০০৬ কর বছর থেকে কার্যকর হবে।

১৬। **বীমা কোম্পানীর আয় নিরূপন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ 6 সংশোধনঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ 6 এর অনুচ্ছেদ (1) এর বিধান মোতাবেক প্রধান বীমা নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিলকৃত নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর একটি কপি আয়কর বিভাগে দাখিলের বিধান ছিল। বীমা আইন, ১৯৩৮ এর শর্ত পরিপালনপূর্বক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী দাখিলের বিধান করে অনুচ্ছেদ 6 এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। এ সংশোধনীর ফলে এখন থেকে বীমা কোম্পানীকে বীমা আইন, ১৯৩৮ এর শর্ত মেতাবেক হিসাব বিবরণী তৈরী করে আয়কর বিভাগে দাখিল করতে হবে। বীমা আইনে অনুমোদনযোগ্য খরচের অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য হবে না।

পরিবর্তিত এ বিধানটি ২০০৫-২০০৬ কর বছর থেকে প্রযোজ্য হবে।

১৭। **জনকল্যাণ ও সেবামূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দানের উপর আয়কর রেয়াত প্রদান সংক্রান্তঃ**

আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিল পার্ট-B তে নতুন অনুচ্ছেদ-22 সংযোজনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণ ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন করদাতার দানের উপর আয়কর রেয়াতের বিধান করা হয়েছে। এ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করতে হবে। আয়কর রেয়াতের জন্য এ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

১৮। **কর অব্যাহতি সংক্রান্ত কতিপয় প্রজ্ঞাপনঃ**

(ক) এস.আর.ও নং ২১৬/আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ১৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে ০১/০৭/২০০৫ থেকে ৩০/০৬/২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশী এবং নিবাসী ব্যক্তির কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবসা থেকে উদ্ভূত আয়কে কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কোম্পানী সহ সকল শ্রেনীর করদাতা এ অব্যাহতির সুযোগ পাবে এজন্য কোন আবেদন বা অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। তবে কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতির সময়কালের সাথে সম্পর্কিত প্রতি আয় বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারের কাছে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে।

(খ) এস. আর. ও. নং ২০০-আইন/২০০৫ তাং ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে ১লা জুলাই, ২০০৫ হতে ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে যে কোন সময়ে, কোন শর্ত ব্যতিরেকে ঘোষিত আয়ের ৭.৫ শতাংশ হারে আয়কর

প্রদান সাপেক্ষে কর অনারোপিত আয় এর ঘোষণা দেয়া যাবে। এ ঘোষণা প্রদানের সংগে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের কোন সম্পর্ক নেই। আয়কর অধ্যাদেশের 2(46) ধারায় বর্ণিত যে কোন "person" এ ঘোষণা প্রদান করতে পারবে। উক্ত এস.আর.ও তে উল্লিখিত ছকে এ ঘোষণা প্রদান করতে হবে। উপ-কর কমিশনারের নিকট এ ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে। ঘোষণাপত্র দাখিলের পূর্বে ট্রেজারী চালান মারফত কোম্পানী নয় এরূপ করদাতার জন্য "আয়কর কোম্পানী ব্যতীত ১/১১৪১/০০০০/০১১১" ও কোম্পানীর জন্য "আয়কর-কোম্পানী সমূহ ১/১১৪১/০০০০/০১০১" খাতে প্রদেয় আয়কর জমা দিতে হবে এবং আয়কর পরিশোধের চালানের কপি ঘোষণাপত্রের সংগে দাখিল করতে হবে। উপ-কর কমিশনার দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রের জন্য প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন। নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান করা হলে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটিই ঘোষিত আয় গৃহীত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়া এরূপ ঘোষিত আয়ের জন্য পরিশোধিত করের উৎস সম্পর্কেও করদাতাকে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে না।

বর্ণিত এস.আর.ও এর আওতায় করদাতার সঞ্চয়পত্র কিংবা ব্যাংক জমা খাতে অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ থাকলে উল্লিখিত বিনিয়োগের পরিমাণের উপর ৭.৫% হারে কর প্রদান করে উক্ত বিনিয়োগ ঘোষণা করতে পারবেন।

তবে আয়কর অধ্যাদেশের 93 ধারার আওতায় কোন করদাতার ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণের পরবর্তীতে উক্ত করদাতা এই এস.আর.ও -তে বর্ণিত সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।

এরূপ আয় "অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়" হিসেবে ঘোষণা করতে হবে এবং তা করদাতার মোট আয় (total income) এর অন্তর্ভূক্ত হবে না। ঘোষণাকৃত আয় ব্যক্তি করদাতা সরাসরি তার সম্পদ ও দায় বিবরণীতে সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন। ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাগণ তাঁদের ব্যালেন্সশীটে এরূপ ঘোষিত আয় প্রদর্শণ করবে। উপ-কর কমিশনার এরূপ ঘোষিত আয় বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করবেন। এরূপ ঘোষিত আয়ের তথ্য সম্বলিত একটি রেজিষ্টার সার্কেল অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। নিম্নরূপ ছকে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবেঃ

ছক

এস. আর. ও নং ২০০-আইন/২০০৫ তারিখ ০৬/০৭/২০০৫ ইং অনুসারে

"অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়" এর ঘোষণা পত্র

(১) করদাতার নাম ও ঠিকানা ঃ ----------

---

(২) টি.আই.এন. (যদি থাকে) ঃ ----------

(৩) সার্কেলের নাম ঃ ---------- কর অঞ্চলের নামঃ ----------

(৪) ঘোষিত আয়ের পরিমাণঃ --------- (অংকে) ---------- (কথায়)

(৫) পরিশোধিত করের

ক) পরিমাণঃ ----------

খ) চালান নং/পে অর্ডার নংঃ ---------- তারিখঃ ----------

তারিখ ---------- করদাতার নাম ও স্বাক্ষর

ঘোষণা প্রদানকারী নিজেই উপরি উক্ত ছক প্রস্তুত ও পূরণ করে ঘোষণাপত্র দাখিল করতে পারবেন। TIN নেই এরূপ ব্যক্তিও (person) ঘোষণা প্রদান করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ঘোষণাকারী আয়কর বিধি-64B অনুসারে TIN রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করলে ঘোষণাকারীকে TIN প্রদান করা হবে।

উপ-কর কমিশনার এরূপ ঘোষণা পত্রের জন্য নিম্নরূপ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করবেনঃ

এস. আর. ও নং ২০০ আইন/২০০৫ তারিখ ০৬/০৭/২০০৫ ইং অনুসারে

কর অনারোপিত আয় ঘোষণার

প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

ক্রমিক নং ---------- তারিখঃ ----------

নামঃ ----------

ঠিকানাঃ ----------

টি.আই.এন (যদি থাকে)ঃ | | | | | | | | | | | | |

এর নিকট হইতে নির্ধারিত ছকে এস. আর. ও নং ২০০ আইন/২০০৫ তারিখ ০৬/০৭/২০০৫ ইং অনুসারে ---------- টাকা কর অনারোপিত আয়ের ঘোষণাপত্র ও উহার জন্য ---------- টাকা আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত ট্রেজারী চালান নং ---------- তারিখঃ ------- বুঝিয়া পাইলাম।

সীল

উপ/সহকারী/অতিঃ সহকারী কর কমিশনার

সার্কেল- ----------

কর অঞ্চল ---------

(গ) এস.আর.ও নং ২০২-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে কোন করদাতা কর্তৃক আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে প্রদত্ত দানের উপর আয়কর রেয়াত প্রদানের বিধান করা হয়েছে। তবে করদাতাকে আয়কর রেয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে অধ্যাদেশের 44 ধারার উপ-ধারা (2) এর নির্ধারিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত রেয়াত প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ করদাতার মোট আয় এর ২০ শতাংশ বা ২ লক্ষ টাকা এর মধ্যে যেটি কম তার উপর ১৫% হারে কর রেয়াত প্রদান করা যাবে।

(ঘ) এস.আর.ও নং ২০৪-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে ১লা জুলাই, ২০০৫ হইতে ৩০শে জুন, ২০০৮ তারিখের মধ্যে বেসরকারী খাতে কোন নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হলে উক্ত হাসপাতালের আয় নিম্নবর্নিত শর্ত সাপেক্ষে পাঁচ বৎসরের জন্য করমুক্ত থাকবেঃ-

(১) হাসপাতালটি Companies Act, 1913 (VII of 1913) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানীর মালিকানাধীন হতে হবে;

(২) হাসপাতালটি নিজস্ব জমিতে নির্মিত হতে হবে;

(৩) সাধারণ হাসপাতালের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইশতটি শয্যা এবং হৃদরোগ, কিডনী ও ক্যান্সার রোগের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের (Specialised hospital) ক্ষেত্রে পঞ্চাশটি শয্যা উক্ত হাসপাতালে থাকতে হবে;

(৪) সংশ্লিষ্ট হাসপাতালটির দশ শতাংশ শয্যা গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

এরূপ কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত হাসপাতালের মালিক অব্যাহতির সহিত সম্পৃক্ত আয় বৎসরের জন্য সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট আয়কর রিটার্ণ, হিসাবের বিবরণী ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করবে এবং উপ-কর কমিশনার আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 28 এবং 29 এর অধীন উক্ত মালিকের অন্যান্য আয় (যদি থাকে) সহ হাসপাতালের আয় নিরূপন করতঃ কর নির্ধারনী কার্য সম্পন্ন করবেন।

(ঙ) এস.আর.ও নং ২১৫-আয়কর/২০০৩, তাং ১৯/০৭/২০০৩ দ্বারা হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, মৎস্য খামার ইত্যাদির আয় ৩০শে জুন, ২০০৬ পর্যন্ত করমুক্ত অব্যাহতিযোগ্য ছিল। এস.আর.ও নং ২০৬-আইন/আয়কর/২০০৫, তাং ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে উক্ত অব্যাহতির মেয়াদ ৩০শে জুন, ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(চ) এস.আর.ও নং ২০৫-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে তৈরী পোশাক এবং নীট ওয়্যার উৎপাদনের নিয়োজিত করদাতার আয়কে ১লা জুলাই, ২০০৫ হইতে ৩০শে জুন, ২০১০ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশের 53BB ধারায় উৎসে কর্তিত আয়করকে নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। যেমনঃ-

(১) করদাতার তৈরী পোষাক এবং নীট ওয়্যার হতে রপ্তানি আয় নিরূপনকালে আয়কর অধ্যাদেশের 19 বা 30 ধারায় সংযোজিত আয় চূড়ান্ত করদায় বহির্ভূত হবে;

(২) আয় নিরুপণের জন্য এ সকল করদাতার ধারণাগত আয়করের হার ১০% বিবেচনা পূর্বক আয় নিরুপণ করতে হবে;

(৩) আয়কর অধ্যাদেশের অন্যান্য যে কোন ধারার আয় এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নিরুপিত হবে;

(৪) সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট আয়কর রিটার্ন, হিসাবের বিবরণী ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে এবং উপ-কর কমিশনার আয়কর অধ্যাদেশের 28 এবং 29 ধারার অধীন করদাতার অন্যান্য আয় থাকলে তা সহ করদাতার আয় নিরূপণ করে কর নির্ধারণী কাজ সম্পন্ন করবেন।

(ক) এস.আর.ও নং ২০৩/আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকৃত জিরো কুপন বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে কোন করদাতার ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্জিত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। অর্জিত আয়ের পরিমাণ ২৫ হাজার টাকার বেশী হলে সমুদয় আয়ের উপর বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষকে বন্ডের স্বাভাবিক হারে অর্থাৎ ১০ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। ১লা জুলাই বা এর পরবর্তী সময়ে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। বন্ড থেকে অর্জিত আয় প্রচলিত আয়কর হারে করযোগ্য হবে।

১৯। <u>কতিপয় কর অব্যাহতি প্রত্যাহার সংক্রান্তঃ</u>

(ক) ভৌত অবকাঠামো (physical infrastructure facility) এর তালিকা সংক্রান্ত এস.আর.ও নং ৩৫৪-আইন/৯৯ তারিখঃ ০২/১২/১৯৯৯ -কে এস.আর.ও নং ২০১-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়টি আয়কর অধ্যাদেশের ধারা 46A এর উপ-ধারা (1A) এর ক্লজ (ii) তে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) জিরো কুপন বন্ডের কর অব্যাহতি সংক্রান্ত এস.আর.ও নং ৩৩৮-আইন/২০০২ তারিখঃ ৩০/১১/২০০২ -কে এস.আর.ও নং ২০১-

আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে। উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় বহির্ভূত রেখে জিরো কুপন বন্ড সংক্রান্ত সংশোধিত নতুন এস.আর.ও নং ২০৩-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ জারী করা হয়েছে। নতুন এস, আর, ও এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকৃত জিরো কুপন বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে অর্জিত ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কে প্রদেয় আয়কর হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ জিরো কুপন বন্ড হতে ২৫ হাজার টাকার বেশী আয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। কোন করদাতার জিরো কুপন বন্ড হতে ২৫ হাজার টাকার বেশী অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে, কর নির্ধারণ সম্পন্নকালে ২৫ হাজার টাকার অতিরিক্ত আয় উক্ত করদাতার অন্য উৎসের আয়ের সাথে যোগ করে স্বাভাবিকভাবে আয়কর নিরূপন করতে হবে। জিরো কুপন বন্ড যখনই ক্রয় করা হোক না কেন, ১লা জুলাই ২০০৫ তারিখ বা এর পরে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে নতুন এস, আর, ও এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

(গ) তৈরী পোষাক উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানীর হ্রাসকৃত ১০% হারে করারোপন সংক্রান্ত এস.আর.ও নং ২১৭-আয়কর/২০০৩ তারিখঃ ১৯/০৭/২০০৩ এস.আর.ও নং ২০১-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে। তৈরী পোষাক এবং নীট ওয়্যার রপ্তানী হতে উৎসে আয়কর সংক্রান্ত নতুন ধারা 53BBB সংযোজন এবং এর আয় নিরূপন সংক্রান্ত নতুন এস.আর.ও নং ২০৫-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ জারী করা হয়েছে। উক্ত এসআরও এর বিধান মোতাবেক উৎসে কর্তিত আয়করকে নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ-

(১) করদাতার তৈরী পোষাক এবং নীট ওয়্যার হতে রপ্তানি আয় নিরূপনকালে আয়কর অধ্যাদেশের 19 বা 30 ধারায় সংযোজিত আয় চূড়ান্ত করদায় বহির্ভূত হবে;

(২) আয় নিরুপণের জন্য এ সকল করদাতার ধারণাগত আয়করের হার ১০% বিবেচনা পূর্বক আয় নিরুপণ করতে হবে;

(৩) আয়কর অধ্যাদেশের অন্যান্য যে কোন ধারার আয় এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতিতে নিরুপিত হবে;

(৪) সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট আয়কর রিটার্ন, হিসাবের বিবরণী ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে এবং উপ-কর কমিশনার আয়কর অধ্যাদেশের 28 এবং 29 ধারার অধীন করদাতার অন্যান্য আয় থাকলে তা সহ করদাতার আয় নিরূপণ করে কর নির্ধারণী কাজ সম্পন্ন করবেন।

২০। **আয়কর বিধি সংশোধন সংক্রান্তঃ**

এস.আর.ও নং ২০৭-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালার কতিপয় বিধি সংশোধন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

(ক) **নতুন রিটার্ন ফরম প্রবর্তন সংক্রান্তঃ**

বিধি-24 এ বর্ণিত আয়কর রিটার্ণ সংক্রান্ত বিধিটি সংশোধন করা হয়েছে। নতুন বিধিতে সকল শ্রেনীর করদাতাদের জন্য আইটি-১১গ প্রবর্তন করে একটি রিটার্ণ ফরম প্রণয়ন করা হয়েছে। পূর্বতন 'ফরম-বি' বাতিল করা হয়েছে। সম্পদ ও দায় বিবরণী সংক্রান্ত আইটি-১০বি অর্থাৎ বিধি-25 সংশোধন করে রিটার্নের অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া জীবনযাত্রার ব্যয় সংক্রান্ত আইটি-১০বিবি অর্থাৎ বিধি-25A সংশোধন করে রিটার্ণের অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আইটি-১০বি এবং আইটি-১০বিবি সহ সমন্বিত রিটার্ণটি পরিশিষ্ট তে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, রিটার্ন দাখিলের সময় রিটার্নের সাথে করদাতার পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযোজন করতে হবে। তবে ইতোপূর্বে টিআইএন আবেদন পত্রের সাথে যাঁরা ছবি দাখিল করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের সময় ছবি দাখিলের প্রয়োজন নেই।

(খ) বিধি-33 এর উপ-বিধি-(2) এর ক্লজ-(b) সংশোধন করে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার ডাইরেক্টরদের জন্য একটি কোম্পানী হতে বিধি-33 এর সুবিধা অনুমোদনযোগ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার ডাইরেক্টর বা স্পন্সর ডাইরেক্টরকে পরিশোধিত বেতন/পারিশ্রমিক ও ভাতাদির উপর কর নির্ধারণ সম্পন্নকালে বেতন আয় নিরূপন সংক্রান্ত বিধি-33 এ বর্ণিত বাড়ীভাড়া, চিকিৎসাভাতা, যাতায়াত ভাতা ইত্যাদির অব্যাহতি সুবিধা বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য হবে। তবে এ অব্যাহতির সুবিধা একের অধিক কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত বেতন ভাতাদির ক্ষেত্রে মাত্র একবারই প্রযোজ্য হবে।

(গ) এছাড়া বিধি-28 এবং 38 এর মুদ্রণ জনিত ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে।

(ঘ) বিধি-64C তে বর্ণিত Tax Collection Account Number সংক্রান্ত ফরমে উৎসে আয়কর কর্তন সম্পর্কিত নতুন ধারা সমূহ অন্তর্ভূক্ত সহ এর ব্যবহারকে আরও সহজ করার জন্য এ ফরমে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে।

(ঙ) বিধি-66 তে বর্ণিত পর্যটন শিল্প সংক্রান্ত বিধিটি বিলোপ করা হয়েছে।

(চ) বিধি-67 তে বর্ণিত তল্লাশী এবং আটক সংক্রান্ত বিধিটি সংশোধন করে "Senior Commissioner of Taxes" শব্দসমূহ বিলোপ করা হয়েছে এবং "Director General, Central Intelligence Cell" অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(ছ) এস.আর.ও নং ২০৮-আইন/আয়কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-17A এর প্রথম proviso তে কতিপয় পণ্য অন্তর্ভূক্ত করে উক্ত পণ্য সমূহের আমদানী পর্যায়ে উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। পণ্য সমূহ হচ্ছেঃ-

(1) Sugar (H.S. Code 1701.11.00);
(2) Sugar (H.S. Code 1701.12.00);
(3) Sugar (H.S. Code 1701.91.00);
(4) Sugar (H.S. Code 1701.99.00);
(5) Iron ore (H.S. Code 2601.11.00);
(6) Iron ore (H.S. Code 2601.12.00);
(7) Iron ore (H.S. Code 2601.20.00);
(8) Petroleum Bitumin (H.S. Code 2713.20.00);
(9) Magnesium Sulphates (H.S. Code 2833.21.00);
(10) Zinc Sulphates (H.S. Code 2833.26.00);
(11) Disodium Tetraborate (H.S. Code 2840.19.00);
(12) Pulp of wood or of other fibrous cellulosic materials; recovered (waste & scrap) paper or paperboard (Chapter 47, All H.S. Codes);
(13) Cotton Waste (H.S Code 5202.99.10).

২১। <u>ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এর সংশোধনঃ</u>

(১) ভ্রমণ কর আইনের ধারা-২ এর দফা (ক) সংশোধন করে ভ্রমণ করের সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে, বাংলাদেশ হতে আকাশ, স্থল কিংবা জলপথে অন্যকোন দেশে গমণের ক্ষেত্রে যাত্রী প্রতি সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ভ্রমণ কর বা ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৬) মোতাবেক আরোপ বা আদায়যোগ্য জরিমানা ভ্রমণ কর হিসেবে গণ্য হবে।

(২) ভ্রমণ কর আইনের ধারা-২ এর দফা (ঙ) এর পর নতুন দফা (চ) সংযোজন করে ভ্রমণ কর আদায়ের জন্য ভ্রমণ কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত এবং Income tax Ordinance, 1984 এর ধারা-2 এর ক্লজ (19) এবং (36) এ বর্ণিত Commissioner of Taxes এবং Inspecting Joint Commissioner of Taxes কে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(৩) ভ্রমণ কর আইনের ধারা-৩ এর উপ-ধারা (৬) সংশোধন করে 'সুদ' শব্দের পরিবর্তে 'জরিমানা' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(ক) উপধারা (৬) এর পর নতুন উপ-ধারা (৭) এবং (৮) সংযোজন করা হয়েছে।

(অ) নতুন উপ-ধারা-(৭) এর বিধান মোতাবেক উপ-ধারা (৬) এর অধীন জরিমানা আদায়ের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংস্থা আদেশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট উক্ত আদেশ পুনঃ বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(আ) নতুন উপ-ধারা-(৮) এর বিধান মোতাবেক উপ-ধারা (৭) এর অধীন আবেদন পত্র প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তা নিষ্পন্ন করবে এবং এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(খ) ভ্রমণ কর আইনের ধারা-৩ এর পর নতুন ধারা-৩ক সংযোজন করে আদায়কৃত ভ্রমণ কর ৩ ধারার উপ-ধারা (৫) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ভ্রমণ কর কর্তৃপক্ষ-

(অ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার ব্যাংক হিসাব জব্দ করতে পারবেন;

(আ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার বিমান বাংলাদেশ হতে উড্ডয়ন বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন;

(ই) সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থার যে কোন তহবিল বাংলাদেশের বাইরে প্রত্যর্পণ বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২২। **ভ্রমণ কর বিষয়ক এসআরও সংশোধনঃ**

এস.আর.ও নং ২০৯-আইন/ভ্রমণ কর/২০০৫ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৫ ইং এর মাধ্যমে ভ্রমণ কর বিধিমালা সংশোধন করে আকাশপথে-

(ক) উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দূর প্রাচ্যের কোন দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণ করের হার ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

(খ) সার্কভুক্ত কোন দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণ করের হার ৮০০/- (আটশত) টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

(গ) ক্রমিক (ক) এবং (খ) এর দেশ সমূহ ব্যতীত অন্যান্য দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভ্রমণ করের হার ১,৮০০/- (এক হাজার আটশত) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ বিধান ১লা জুলাই, ২০০৫ হতে কার্যকর হয়েছে।

২৩। বাজেট কার্যক্রম, ২০০৫ এর মাধ্যমে প্রণীত প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং সংশোধিত আয়কর রিটার্ন ফরম (বাংলা ও ইংরেজী) এবং Tax Collection Account Number (TCAN) সম্পর্কিত ফরম (ইংরেজী) **পরিশিষ্ট** -তে সংযোজন করা হলো।

অপূর্ব কান্তি দাস
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নোটঃ বাজেট কার্যক্রম, ২০০৫ এর মাধ্যমে প্রণীত অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ (যা পরিশিষ্ট-তে বর্ণিত) "আয়কর প্রজ্ঞাপন" বিষয়ক বইতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/বাজেট-২০০৫/২১২ তারিখঃ ০৬/০৮/২০০৫

পরিপত্র নং-২ (আয়কর)

বিষয়ঃ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির উপর আয়কর পরিশোধ প্রসংগে।

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হতে আয়করের আওতাভুক্ত সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে নিজের বেতন ভাতাদির উপর উদ্ভূত করদায় নিজস্ব আয় হতে পরিশোধ করবেন। অর্থাৎ চলতি করবর্ষ থেকে সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন খাতে প্রাপ্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর সরকার কর্তৃক পরিশোধিত হবে না। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর অঞ্চলের বৈতনিক সার্কেলের কর্মকর্তাবৃন্দ কিভাবে সরকারী কর্মকর্তাদের আয় নিরূপন ও করদায় নির্ধারণ করবেন, সে সম্পর্কে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে বলে বোর্ড অবহিত হয়েছে।

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর অধীনে প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির উপর আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দেশিত পদ্ধতি যথাযথ প্রয়োগের নিমিত্ত বোর্ড নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করছে ঃ

(১) সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাদের করযোগ্য আয় আছে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি বৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। চলতি ২০০৫-২০০৬ করবর্ষে মোট আয় ১ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে হলে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময় সীমা ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫।

(২) একজন সরকারী কর্মকর্তার/কর্মচারীর বেতন ভাতা ছাড়াও অন্য কোন আয়ের উৎস যেমন- গৃহসম্পত্তি, ব্যাংক সুদ, লভ্যাংশ, কৃষি ইত্যাদি খাতে আয় থাকলে তা রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে।

(৩) রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে সম্পূর্ণ কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বেই করদাতাকে নিজ তহবিল হতে পরিশোধ করতে হবে।

(৪) করদাতা সাধারণ অথবা স্বনির্ধারনী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। উভয় পদ্ধতির ক্ষেত্রেই রিটার্নের সাথে সম্পদ ও দায় বিবরনী (IT-10B), জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত বিবরনী (IT-10BB) দাখিল করতে হবে। এছাড়া বেতন বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী এবং অন্য কোন আয়ের উৎস থাকলে তার সমর্থনে উপযুক্ত প্রমান পত্র রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। স্বনির্ধারণী রিটার্নের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই আয়কর মামলা নিষ্পত্তির প্রমানপত্র হিসাবে গণ্য হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কর নির্ধারণী আদেশ ও দাবীনামাপত্র মামলা নিষ্পত্তির প্রমানপত্র হবে।

(৫) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের কপি রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(৬) আয়কর মামলা নিষ্পত্তি হবার পর সরকার হতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতাদির উপর পরিশোধিত করের সমপরিমান অর্থ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বিলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিস হতে উত্তোলন করবেন। টি এ বিলের মাধ্যমে যেভাবে ভ্রমন বাবদ ব্যয় উত্তোলন করা হয়, তদ্রুপ বেতন খাতে পরিশোধিত কর বিল দাখিলের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হবে। তবে এরূপ বিল প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট কর সার্কেল থেকে বেতন খাতে পরিশোধিত করের পরিমাণ সম্পর্কে একটি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। সার্কেল কর্মকর্তা লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যেক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এরূপ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

(৭) লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপকর কমিশনার কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বেতন খাতে কর পরিশোধ সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন ঃ

উপ কর কমিশনারের কার্যালয়
কর সার্কেল .....
কর অঞ্চল.....

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ..... পিতা- ..... অত্র সার্কেলের একজন করদাতা। তাহার টিআইএন .....-.....-.....। তিনি ..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর হইতে বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ..... করবর্ষে তাহার মোট আয় নিরূপিত হইয়াছে ..... টাকা যাহার মধ্যে বেতন আয়ের পরিমান ..... টাকা। মোট আয়ের উপর পরিশোধিত আয়কর ..... টাকা (চালান নং .....) এবং এর মধ্যে বেতন খাতে পরিশোধিত করের পরিমান ..... টাকা।

স্বাক্ষর ও সিল

উপকর কমিশনার
কর সার্কেল- .....
কর অঞ্চল .....

(৮) একাধিক আয়ের উৎস থাকার ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার বেতন খাতে পরিশোধিত করের পরিমান আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করবেন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল ঃ

একজন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন খাত ছাড়াও ব্যাংক সূদ, গৃহসম্পত্তি, লভ্যাংশ, সঞ্চয় পত্রের সূদ ইত্যাদি খাতে আয় থাকতে পারে। ধরা যাক, ২০০৫-২০০৬ করবর্ষে জনাব আহসানের বেতন খাতে ১,৯৫,০০০/- টাকা, গৃহসম্পত্তি খাতে ৫০,০০০/- টাকা এবং ব্যাংক সূদ খাতে ১০,০০০/- টাকা আয় রয়েছে। অর্থাৎ জনাব আহসানের মোট আয়ের পরিমাণ দাড়ায় [১,৯৫,০০০ + ৫০,০০০+১০,০০০] = ২,৫৫,০০০/- টাকা এবং এই আয়ের উপর প্রযোজ্য হার অনুযায়ী ধার্যকৃত করের পরিমান হবে ১৫,৫০০/- টাকা। জনাব আহসান সম্পূর্ণ কর পরিশোধ করলে শুধুমাত্র বেতন খাতে তার পরিশোধিত করের পরিমান নিম্নরূপ উপায়ে পরিগননা করতে হবেঃ

$$\frac{\text{বেতন খাতে আয়} \times \text{মোট পরিশোধিত কর}}{\text{মোট আয়}} = \frac{১,৯৫,০০০ \times ১৫,৫০০}{২,৫৫,০০০}$$

$$= ১১,৮৫৩/- \text{ টাকা।}$$

অর্থাৎ বেতন খাতে আয়ের বিপরীতে পরিশোধিত করের পরিমাণ বিবেচনা করতে হবে ১১,৮৫৩/- টাকা।

অপূর্ব কান্তি দাস
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৪১৫৪৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

পরিপত্র নং-৩ (আয়কর)/২০০৫

বিষয়ঃ ব্যক্তি শ্রেণী করদাতাদের আয়কর রিটার্ন পূরণ ও দাখিল সম্পর্কিত নির্দেশিকা।

নির্দেশিকা-২০০৫

➤ আয়কর রিটার্ন দাখিল করা কাদের জন্য আবশ্যক ঃ

একজন ব্যক্তি করদাতা যার বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে তাঁকে অবশ্যই তাঁর সকল খাতের আয় প্রদর্শন পূর্বক আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মোট আয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক ঃ

(১) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, বিভাগীয় বা জেলা সদরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির যদি-
   (ক) ১৬০০ বর্গফুটের অধিক আয়তন বিশিষ্ট একতলার অধিক বাড়ী থাকে;
   (খ) একটি মটর গাড়ী থাকে;
   (গ) একটি টেলিফোন থাকে;
   (ঘ) মূল্য সংযোজন কর আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত একটি ক্লাবের সদস্য পদ থাকে।

(২) ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যাংক একাউন্ট আছে এমন ব্যবসায়ী;

(৩) ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবি, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড মেনেজমেন্ট একাউন্টেন্ট কিংবা অনুরূপ কোন পেশাজীবি সংস্থার সদস্য;

(৪) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ বা ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্য;

(৫) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদের কোন পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী;

(৬) সরকারী, আধাসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহ্বানকৃত টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী;

(৭) যদি কোন ব্যক্তি টিআইএন (TIN) ধারী হন;

(৮) বিবেচ্য আয় বছরের পূর্ববর্তী তিন বছরের কোন একটিতে যার আয় করযোগ্য হয়েছিল।

➤ কোথায় রিটার্ন ফরম পাওয়া যাবে ঃ

আয়কর রিটার্ন ফরম সংশ্লিষ্ট কর সার্কেলসহ বিভিন্ন কর অফিসে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। রিটার্ন ফরম জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েভ সাইট www.nbr-bd.org অথবা RIRA প্রকল্পের ওয়েভ সাইট www.riraproject.org.bd থেকে down load করা যাবে। ২০০৫-২০০৬ এর বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে নূতন রিটার্ন ফরম প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত নূতন রিটার্ন ফরমটির পাশাপাশি পুরানো ফরমেও রিটার্ন দাখিল করা যাবে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি করদাতাদেরকে পুরানো রিটার্ন ফরমের সাথে সম্পদ ও দায় বিবরণী, জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণী দাখিল করতে হবে। তাছাড়া নূতন কিংবা পুরানো রিটার্ন ফরম উভয়ের সাথেই ব্যক্তি করদাতাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি ছবি দাখিল করতে হবে।

➤ রিটার্ন দাখিলের সময় ঃ

১লা জুলাই থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর- এই সময়সীমার মধ্যে প্রতি বৎসরের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার কারণে এককালীন ২৫০০/- টাকা জরিমানাসহ নির্ধারিত সময়সীমার পরবর্তী প্রতিদিনের ব্যর্থতার জন্য ২৫০/- টাকা হারে জরিমানা ধার্যের বিধান রয়েছে। কোন করদাতা যুক্তিসংগত কারণে যথাসময়ে রিটার্ন দাখিলে অপারগ হলে উপকর কমিশনারের নিকট লিখিতভাবে আবেদনক্রমে রিটার্ন দাখিলের জন্য অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত সময় নিতে পারবেন।

➤ কোথায় রিটার্ন দাখিল করতে হবে ঃ

প্রত্যেক শ্রেণীর করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য আয়কর সার্কেল সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে। পুরানো করদাতাদের তাদের বিদ্যমান কর সার্কেলে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। নূতন করদাতাদেরকে তাদের নাম, চাকুরীস্থল বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত অধিক্ষেত্র মোতাবেক টিআইএন (TIN) ফরমসহ আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে হবে। নতুন করদাতাদের ক্ষেত্রে টিআইএন ফরম পুরণ করে রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। নূতন করদাতাগণ কোথায় আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন তা জানা না থাকলে নিকটস্থ আয়কর অফিস বা কর পরামর্শ কেন্দ্র হতে তা জানতে পারবেন। সাধারণভাবে বেতন খাতে আয় রয়েছে এরূপ করদাতাগণের জন্য বৈতনিক সার্কেল, কোম্পানী করদাতাদের জন্য কোম্পানীজ সার্কেল, তদ্রূপ ব্যবসা ও গৃহসম্পত্তি খাতের জন্যও এলাকাভিত্তিক সার্কেল সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে। নিম্নে শুধুমাত্র ঢাকায় কয়েকটি শ্রেণীর আয়ের জন্য নির্ধারিত সার্কেলসমূহের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

➤ বৈতনিক সার্কেল ঃ

(১) ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্যঃ
কর সার্কেল-৫৯, কর সার্কেল-৬৮, বৈতনিক সার্কেল-১১, বৈতনিক সার্কেল-১২।

(২) কর্পোরেশন ও সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্যঃ
কর সার্কেল-৪, কর সার্কেল-১০, বৈতনিক সার্কেল-১, বৈতনিক সার্কেল-২, কর সার্কেল-২১, বৈতনিক সার্কেল-৩, কর সার্কেল-৫১, বৈতনিক সার্কেল-৯।

(৩) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীঃ
বৈতনিক সার্কেল-৪, বৈতনিক সার্কেল-৫, বৈতনিক সার্কেল-৬, বৈতনিক সার্কেল-১৩, বৈতনিক সার্কেল-১৪, কন্ট্রাক্টর সার্কেল-১৩।

(৪) এন, জি, ও এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্যঃ
বৈতনিক সার্কেল-৫, কন্ট্রাক্টর সার্কেল-৫, কন্ট্রাক্টর সার্কেল-৬।

(৫) জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সি, আন্তর্জাতিক বিদেশী সংস্থা, জার্মান কালচার সেন্টারের কর্মকর্তা/কর্মচারীঃ
কর সার্কেল-১০।

(৬) স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন ইত্যাদিতে কর্মরত ব্যক্তির জন্যঃ
(ক) প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ- কোম্পানীজ সার্কেল-৬, কর সার্কেল-৩২;
(খ) প্রাইভেট স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, কোচিং সেন্টার- কন্ট্রাক্টর সার্কেল-৪।
(গ) বেসরকারী কলেজ- কর সার্কেল-২৮।

(৭) (ক) সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীঃ
বৈতনিক সার্কেল-৭, বৈতনিক সার্কেল-৮, কর সার্কেল-৪১, কর সার্কেল-৪৩;
(খ) সামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীঃ
সার্কেল-৩৬।

(৮) ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীঃ
বৈতনিক সার্কেল-১০।

➤ বিশেষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঃ

(১) আবাসিক হোটেল সমূহ কোম্পানী বাদে- সার্কেল-৩৭,
(২) কমিউনিটি সেন্টার, গেষ্ট হাউজ ও রেষ্ট হাউজ- সার্কেল-৩৭,
(৩) ট্রাভেল এজেন্ট ও জনশক্তি রপ্তানীকারক- সার্কেল-৪০,
(৪) অনাবাসিক হোটেল, রেষ্টুরেন্ট ও ফাষ্টফুট ও পিজা শপ- সার্কেল-৪৪,
(৫) চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট- কন্ট্রাক্টর সার্কেল- ১৪,
(৬) বিউটি পার্লার- কন্ট্রাক্টর সার্কেল-১৪,
(৭) প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডাইগনোষ্টিক সেন্টার- সার্কেল-৮৩,
(৮) ট্রাক, লঞ্চ, কার্গো- কন্ট্রাক্টর সার্কেল-১১,
(৯) চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক- সার্কেল-৪৬,
(১০) মানি এক্সচেঞ্জ- কর সার্কেল-৫১,
(১১) এন,জি,ও- কর সার্কেল-৪৯, কোম্পানীজ সার্কেল-১৫,
(১২) রি রোলিং মিলস- কর সার্কেল-৪৯, ৫১,
(১৩) রিয়েল এস্টেট ও ডেভেলপার- কোম্পানীজ সার্কেল- ১৩, ১৪, ১৫, কর সার্কেল-৪৯, ৫০, ৫১।

➤ পেশাজীবী করদাতা ঃ

(১) ডাক্তার- সার্কেল-৮৯, সার্কেল-৯১,
(২) এ্যাডভোকেট ও কর উপদেষ্টা- সার্কেল-৮৭,
(৩) অডিটর ও চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ও আই,সি,এম,এ এর সদস্য- সার্কেল-৮৩,
(৪) চলচ্চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রী; রেডিও টেলিভিশন শিল্পীবৃন্দ- সার্কেল-৪৬।

➤ বিশেষ এলাকা ঃ

(১) ডেমরা- সার্কেল-৩০,
(২) উত্তরা- সার্কেল-৮২,
(৩) কেরানীগঞ্জ- সার্কেল-৪৫,
(৪) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড- সার্কেল-২২,
(৫) দোহার ও নবাবগঞ্জ- কন্ট্রাক্টর সার্কেল-৮,
(৬) বাণিজ্যিক এলাকা- সার্কেল-৮।

➤ আয়কর হারঃ

১। ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ কর বছরে ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য কর হারঃ

চলতি ২০০৫-২০০৬ কর বছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের প্রযোজ্য কর হার নিম্নরূপঃ

মোট আয়	কর হার
(ক) প্রথম ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --------	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -------	১০%
(গ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -------	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -------	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর ----------	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যূনতম করের পরিমাণ কোন ভাবেই ১,৫০০/- টাকার কম হবে না।

২০০৬-২০০৭ কর বছরের জন্য ব্যক্তিশ্রেণী করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর হার হবে নিম্নরূপ ঃ

মোট আয়	কর হার
(ক) প্রথম ১,২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

উল্লেখ্য প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ ১,৮০০/- টাকার কম হবে না।

➤ **আয়কর পরিশোধ পদ্ধতি ঃ**

রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে নির্ধারিত আয়কর নিম্নোক্ত উপায়ে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের উপ-কর কমিশনারের অনুকূলে পরিশোধ করতে হবে ঃ

- কোন তফসিলী ব্যাংকের পে-অর্ডার, ডিমান্ড ড্রাফট্ বা একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে;
- অনুর্ধ ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে।

➤ **আয়কর রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ঃ**

করদাতাগণ আয়কর রিটার্ন দাখিল করার পর উপ কর কমিশনার রিটার্নের সাথে সন্নিবেশিত প্রাপ্তি স্বীকারপত্র স্বাক্ষর করে তা করদাতা বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন। স্বর্নিধারণী রিটার্নের ক্ষেত্রে এরূপ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র কর নির্ধারণী আদেশ হিসেবে গণ্য হবে।

➤ **রিটার্ন ফরম পূরণ প্রসংগে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ঃ**

২০০৫-২০০৬ এর বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর করদাতাদের জন্য একটি সমন্বিত রিটার্ন ফরম প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ফরমে ব্যক্তি করদাতাদের জন্য সম্পদ ও দায় বিবরণী এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত বিবরণী অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ব্যক্তি করদাতাদের জন্য ছবি দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০০৫-২০০৬ কর বর্ষের রিটার্নের সাথে অবশ্যই পাসপোর্ট সাইজের ছবি দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ৫ বৎসর অন্তর একবার রিটার্নের সাথে ছবি দাখিল করার বিধান করা হয়েছে। ছবিটি কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা, ওয়ার্ড কমিশনার কিংবা কোন টিআইএন ধারী করদাতা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। রিটার্ন ফরমের প্রথম পৃষ্ঠার একটি নমুনা কপি পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদান করা হলো ঃ

সময়মত রিটার্ন দিন
জরিমানা পরিহার করুন

আইটি-১১ গ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) চিহ্ন দিন

স্বনির্ধারণী | সাধারণ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ এর ৩৬নং অধ্যাদেশ) এর অধীন আয়কর রিটার্ন ফরম

অংশ-১

করদাতার ছবি
[ছবির উপর সত্যায়ন করুন]

১। করদাতার নামঃ .....

২। মর্যাদাঃ ব্যক্তি ☐ কোম্পানী ☐ ফার্ম ☐ ব্যক্তি সংঘ ☐ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ☐
হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ☐ কৃত্রিম আইনী সত্তা ☐

৩। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/নিয়োগকারীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ .....

৪। স্ত্রী/স্বামীর নাম (করদাতা কিনা উল্লেখ করুন)ঃ .....

৫। পিতার নামঃ .....

৬। মাতার নামঃ .....

৭। জন্ম তারিখ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে)ঃ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
দিন মাস বৎসর

৮। ঠিকানাঃ (ক) বর্তমানঃ .....
.....
.....

(খ) স্থায়ীঃ .....
.....

৯। ইনকর্পোরেশন/রেজিস্ট্রেশন নম্বর ☐☐☐☐ তারিখঃ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
(কোম্পানীর ক্ষেত্রে)ঃ দিন মাস বৎসর

১০। টিআইএনঃ ☐☐☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐

১১। (ক) সার্কেলঃ ..... (খ) অঞ্চলঃ .....

১২। কর বৎসরঃ ..... ১৩। আবাসিক মর্যাদাঃ নিবাসী ☐ / অনিবাসী ☐

১৪। টেলিফোনঃ অফিস/ব্যবসা ..... আবাসিকঃ .....

১৫। ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে)ঃ .....

[অনুগ্রহপূর্বক এই ফরম পূরণের পূর্বে শেষ পাতায় প্রদত্ত নির্দেশাবলী পড়ুন]

করদাতা যদি রিটার্নটি স্বনির্ধারনী পদ্ধতির আওতায় দাখিল করতে চান তা হলে 'স্বনির্ধারনী'' ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিতে হবে। স্বর্নিধারনী রিটার্ন হতে হলে নিম্নের কতিপয় শর্ত পরিপালন করতে হবেঃ

(ক) রিটার্নে প্রদর্শিত আয় পূর্ববর্তী কর বছর অপেক্ষা কম হতে পারবে না। এছাড়া রিটার্নে ক্ষতি বা রিফান্ড দেখানো যাবে না।

(খ) রিটার্নে ঘোষিত প্রতিটি খাতের আয়ের সমর্থনে হিসাব বিবরণী ও উপযুক্ত প্রমানপত্র রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

(গ) ব্যবসার প্রথম বৎসরের ক্ষেত্রে ব্যাংক বিবরণী দাখিল করতে হবে।

(ঘ) সম্পদ ও দায় বিবরণী এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত বিবরণী পূরণ করতে হবে।

(ঙ) কোন করমুক্ত আয় রিটার্নে প্রদর্শন করা যাবে না।

(চ) ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় থাকলে কিংবা করদাতা কোন কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হলে পরিশোধিত করের পরিমাণ ৩,৬০০/- টাকার কম হতে পারবে না।

(ছ) রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের ভিত্তিতে প্রযোজ্য কর রিটার্ন দাখিলের তারিখে কিংবা পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে।

➤ রিটার্নের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার একটি কপি নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

দাখিলকৃত দলিলপত্রাদির তালিকা

১।	৬।
২।	৭।
৩।	৮।
৪।	৯।
৫।	১০।

রিটার্নের সাথে যে সকল হিসাব বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী কিংবা প্রমানপত্র সংযোজন করা হয়েছে তার একটি তালিকা এ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করতে হবে।

➤ রিটার্নের তৃতীয় পৃষ্ঠার একটি কপি নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

অংশ-২

করদাতার আয় ও দায়ের বিবরণী

..... তারিখে সমাপ্ত আয় বৎসরের আয়ের বিবরণী

আয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
১। বেতনাদিঃ ধারা ২১ অনুযায়ী (তফসিল ১ অনুসারে)	
২। নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদঃ ধারা ২২ অনুযায়ী	
৩। গৃহ সম্পত্তির আয়ঃ ধারা ২৪ অনুযায়ী (তফসিল ২ অনুসারে)	
৪। কৃষি আয়ঃ ধারা ২৬ অনুযায়ী	
৫। ব্যবসা বা পেশার আয়ঃ ধারা ২৮ অনুযায়ী	
৬। ফার্মের আয়ের অংশঃ	
৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের আয়ঃ ধারা ৪৩(৪) অনুযায়ী	
৮। মূলধনী লাভঃ ধারা ৩১ অনুযায়ী	
৯। অন্যান্য উৎস হতে আয়ঃ ধারা ৩৩ অনুযায়ী	
১০। মোট (ক্রমিক ১ হতে ৯)	
১১। বিদেশ থেকে আয়	
১২। মোট আয় (ক্রমিক ১০ এবং ১১)	
১৩। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর	
১৪। কর রেয়াতঃ ধারা ৪৪(২)(বি) অনুযায়ী (তফসিল-৩ অনুসারে)	
১৫। প্রদেয় কর (ক্রমিক ১৩ ও ১৪ এর পার্থক্য)	
১৬। কর নির্ধারণ পূর্ব কর পরিশোধঃ (ক) উৎস হতে কর্তিত/সংগৃহীত করঃ (প্রামাণ্য দলিলপত্র/বিবরণী দাখিল করুন) টাকা ..... (খ) ধারা ৬৪/৬৮ অনুযায়ী প্রদত্ত অগ্রিম কর (চালান সংযুক্ত করুন) টাকা ..... (গ) এই রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ৭৪) অনুযায়ী (চালান/পে অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট/ চেক সংযুক্ত করুন) টাকা ..... (ঘ) প্রত্যর্পনযোগ্য করের সমন্বয় (যদি থাকে)টাকা ..... মোট [(ক), (খ), (গ) ও (ঘ)]	টাকা .....
১৭। কর অব্যাহতির জন্য দাবীকৃত আয়	টাকা .....
১৮। পূর্ববর্তী কর বৎসরে প্রদত্ত আয়কর	টাকা .....

প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন।

করদাতার বিভিন্ন উৎসের আয়সমূহ খাতভিত্তিক অর্থাৎ ১ থেকে ৯ ও ১১ নং ক্রমিকে প্রদর্শন করতে হবে এবং প্রদর্শিত আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তিত, অগ্রিম প্রদত্ত কিংবা রিটার্নের ভিত্তিতে পরিশোধিত করের সমর্থনে তথ্য ১৬ নং ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া করদাতার যদি এরূপ কোন আয় থাকে যা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত তা ১৭ নং ক্রমিকে প্রদর্শন করতে হবে। ১ থেকে ৯ ও ১১নং ক্রমিকে বর্ণিত আয়ের খাতসমূহ সম্পর্কে সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

➤ **ক্রমিক নং ১- বেতন খাত (আয়কর অধ্যাদেশের ২১ ধারা) ঃ**

করদাতা কর্তৃক তার নিয়োগ কর্তার নিকট হতে বেতন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বেতন খাতে আয় হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে। বেতন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ও যাবতীয় আনুসঙ্গিক সুবিধাদির কতটুকু অংশ করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে তা রিটার্ন ফরমের ৪র্থ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তফসিল-১ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। নিম্নে সংশ্লিষ্ট 'তফসিল-১' এর একটি কপি উল্লেখ পূর্বক তা কিভাবে পুরণ করতে হবে তা আলোচনা করা হলো (সরকারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ঃ

অংশ-৩

আয়ের বিস্তারিত বিবরণী সম্বলিত তফসিল

তফসিল-১ (বেতনাদি)

নিয়োগকর্তা/অফিসের নাম ঃ
পদবী/পদ ঃ

বেতন ও ভাতাদি	আয়ের পরিমাণ (টাকা)	অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ (টাকা)	নীট করযোগ্য আয় (টাকা)
মূল বেতন	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে
বিশেষ বেতন	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে
মহার্ঘ ভাতা	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে
যাতায়াত ভাতা	****	করমুক্ত আয়ের পরিমাণ ১২,০০০/- টাকা।	পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গন্য হবে।
বাড়ি ভাড়া ভাতা	****	করমুক্ত আয়ের পরিমাণ ১,৮০,০০০/- অথবা মূল বেতনের ৫০% এর মধ্যে যেটি কম তা প্রাপ্ত বাড়ীভাড়া ভাতা হতে বাদ দিতে হবে।	পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।
চিকিৎসা ভাতা	****	প্রকৃত ব্যয় করমুক্ত হবে।	পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।
পরিচারক ভাতা	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে
ছুটি ভাতা	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে
সম্মানী/পুরস্কার/ফি	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে
ওভার টাইম ভাতা	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে

বোনাস/এক্স-গ্রেসিয়া	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা	****	করমুক্ত নহে	সম্পূর্ণ অংশ করযোগ্য হবে
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ	****	সম্পূর্ণ করমুক্ত	নীট করযোগ্য আয় শূন্য হবে
যানবাহন সুবিধার জন্য বিবেচিত আয়	যদি করদাতা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নিয়োগকর্তা কর্তৃক গাড়ী প্রাপ্ত হন সেক্ষেত্রে মূল বেতনের ৭.৫% সরাসরি নীট করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।		মূল বেতনের ৭.৫% যোগ হবে।
বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত বাসস্থানের জন্য বিবেচিত আয়	(ক) যদি করদাতা নিয়োগকর্তা কর্তৃক বিনা ভাড়ায় সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থান প্রাপ্ত হন সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে মূল বেতনের ২৫% করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।		মূল বেতনের ২৫% যোগ হবে।
	(খ) যদি করদাতা নিয়োগকর্তা কর্তৃক হ্রাসকৃত ভাড়ায় সজ্জিত বা অ-সজ্জিত বাসস্থান প্রাপ্ত হন সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে মূল বেতনের ২৫% হতে প্রকৃত পরিশোধিত ভাড়া বাদ দিয়ে পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।		মূল বেতনের ২৫% = ... বাদ প্রকৃত ভাড়া = ... পার্থক্য করযোগ্য আয় হবে
	(গ) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বাসস্থান সুবিধার জন্য মূল বেতনের ২৫% হতে নগদ বাড়ীভাড়া ভাতা পরিহার এবং ৭.৫% কর্তন বাবদ ব্যয় বাদ দিয়ে পার্থক্য করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।		মূল বেতনের ২৫% = ... বাদ প্রকৃত ব্যয়ঃ = ... (নগদ ভাতা পরিহার + ৭.৫% কর্তন) পার্থক্য ঋণাত্মক হবে বিধায় এক্ষেত্রে কোন আয় যোগ হবে না।
	(ঘ) সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বাসস্থান সুবিধার জন্য এসআরও নং-৪৫৪-এল/৮০, তারিখঃ ৩১/১২/৮০ মোতাবেক কোন আয় নিরূপিত হবে না।		শূন্য
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)	করদাতা যদি নিয়োগকর্তা কর্তৃক বাসস্থানে দারোয়ান, মালি, বাবুর্চি পেয়ে থাকেন তবে প্রাপ্ত সুবিধার সমপরিমাণ আর্থিক মূল্য করযোগ্য আয় হিসাবে দেখাতে হবে।		****
বেতন হতে নীট করযোগ্য আয়			মোট যোগফল রিটার্ন ফরমের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ১ নং ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

➤ **ক্রমিক নং ২- নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ (ধারা ২২ অনুযায়ী) ঃ**

সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা সিকিউরিটিজ যেমন, জিরো কুপন বন্ড, টিএন্ডটি বন্ড ইত্যাদি কিংবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর সূদ এবং ডিবেঞ্চার হতে অর্জিত সূদ খাতে আয় ক্রমিক নং-২ এ প্রদর্শন করতে হবে। উক্ত সিকিউরিটিজ বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের জন্য যদি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের সূদ প্রাপ্ত সূদ আয় থেকে খরচ হিসেবে বাদ দেয়া যাবে। উল্লেখ্য, একজন ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ডিবেঞ্চারের সূদ ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং সরকারী সিকিউরিটিজের সূদ ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত হবে। তবে উভয় খাত থেকে সূদ প্রাপ্তি থাকলে এরূপ করমুক্তির সুবিধা সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকার অতিরিক্ত হতে পারবে না।

➤ **ক্রমিক নং ৩- গৃহ সম্পত্তির আয় (ধারা ২৪ অনুযায়ী) ঃ**

করদাতার গৃহ সম্পত্তি যদি বাণিজ্যিক বা আবাসিক কারণে ভাড়া দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত বার্ষিক ভাড়া হতে রিটার্ন ফরমের পঞ্চম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তফসিল-২ অনুযায়ী খরচসমূহ বিয়োগ পূর্বক নিম্নোক্ত উপায়ে গৃহ সম্পত্তি খাতে নীট করযোগ্য আয় নিরূপন করতে হবে ঃ

তফসিল-২ (গৃহ সম্পত্তির আয়)

গৃহ সম্পত্তির অবস্থান ও বর্ননা	বিবরণ	টাকা	টাকা
	১। ভাড়া বাবদ বার্ষিক আয়	গৃহ সম্পত্তি ভাড়া দেয়া হলে ১২ মাসের ভাড়া দেখাতে হবে। যদি এক বা একাধিক মাস বাড়ী খালি থাকে সেক্ষেত্রেও ১২ মাসের ভাড়া দেখাতে হবে। তবে এক্ষেত্রে খালি থাকা মাসের ভাড়া নিম্নে ব্যয় হিসাবে দাবী করা যাবে।	
	২। দাবীকৃত ব্যয়সমূহঃ		
	ভূমি রাজস্ব		
	বীমা কিস্তি		
	ঋণের উপর সুদ/বন্ধকী/মূলধনী চার্জ		
	পৌর কর অথবা স্থানীয় কর		
	মেরামত, আদায়, ইত্যাদি	(ক) আবাসিক কারণে ভাড়ার ক্ষেত্রে মোট বার্ষিক ভাড়ার ২৫% খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে।	

		(খ) বাণিজ্যিক কারণে ভাড়ার ক্ষেত্রে মোট বার্ষিক ভাড়ার ৩০% খরচ হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হবে।	
	গৃহ সম্পত্তি খালি থাকার কারণে দাবিকৃত রেয়াত		
	অন্যান্য, যদি থাকে		
	মোট =		
	৩। নীট আয় (ক্রমিক ১ হতে ২ এর বিয়োগফল)		

* *প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন।*

➤ **ক্রমিক নং ৪- কৃষি আয় (ধারা ২৬ অনুযায়ী) ঃ**

কৃষি জমি হতে প্রাপ্ত আয় এখানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি খাতে আয়ের সমর্থনে হিসেবের খাতাপত্র না থাকলে নিম্নোক্ত উপায়ে কৃষি আয় নিরূপন করতে হবে ঃ

ধরা যাক কৃষি জমির পরিমাণ ২ একর। একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫ মন। প্রতিমন ধানের বাজার মূল্য ৩০০/- টাকা। এক্ষেত্রে নীট করযোগ্য কৃষি আয়ের পরিমাণ হবে ঃ

২ একর × ৪৫ মন × বাজার মূল্য ৩০০/- টাকা	= ২৭,০০০/- টাকা
বাদঃ উৎপাদন ব্যয় ৬০%	= ১৬,২০০/- টাকা
নীট করযোগ্য কৃষি আয়	= ১০,৮০০/- টাকা

কোন করদাতার আয়ের উৎস যদি শুধুমাত্র কৃষি খাত হয়ে থাকে তা হলে তার জন্য চলতি ২০০৫-২০০৬ কর বর্ষে মোট আয় ১,৪০,০০০/- টাকা পর্যন্ত করমুক্ত হবে। অর্থাৎ কোন করদাতার শুধুমাত্র কৃষি আয়ের পরিমাণ ২,০০,০০০/- টাকা হলে তাকে (২,০০,০০০ - ১,৪০,০০০) = ৬০,০০০/- টাকার উপর কর প্রদান করতে হবে।

➤ **ক্রমিক নং ৫- ব্যবসা বা পেশার আয় (ধারা ২৮ অনুযায়ী) ঃ**

ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা থেকে অর্জিত আয় এই ক্রমিকে প্রদর্শন করতে হবে। করদাতা যদি একটি কোম্পানী হয় তা হলে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর ভিত্তিতে এই আয় প্রদর্শন করতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পৃথক হিসাব বিবরণীর মাধ্যমে এরূপ আয় নিরূপন করতে হবে।

➤ **ক্রমিক নং ৬- ফার্মের আয়ের অংশ ঃ**

করদাতা যদি কোন অংশীদারী ফার্মের অংশীদার হন সেক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম হতে প্রাপ্ত আয়ের অংশ এই ক্রমিকে প্রদর্শন করতে হবে। এ আয়ের উপর করদাতা গড় হারে আয়কর রেয়াত পাবেন। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো ঃ

ধরা যাক একজন করদাতার ফার্ম হতে প্রাপ্ত শেয়ার আয় ৫০,০০০/- টাকা, গৃহ সম্পত্তি খাতে প্রাপ্ত আয় ১,০০,০০০/- টাকা। অর্থাৎ তার মোট আয় দাড়ায় ১,৫০,০০০/- যার উপর ২০০৫-২০০৬ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য কর হার অনুযায়ী মোট প্রদেয় করের পরিমাণ দাড়ায় ৫,০০০/- টাকা। প্রাপ্ত শেয়ার আয়ের জন্য করদাতা নিম্নরূপ কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন ঃ

$$\frac{\text{মোট প্রদেয় কর} \times \text{শেয়ার আয়}}{\text{মোট আয়}} = \frac{৫,০০০ \times ৫০,০০০}{১,৫০,০০০}$$

$$= ১,৬৬৭/- \text{ টাকা।}$$

অর্থাৎ করদাতার নীট প্রদেয় করের পরিমাণ হবে (৫,০০০-১,৬৬৭) টাকা = ৩,৩৩৩/- টাকা।

➤ ক্রমিক নং ৭- স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের আয় (ধারা-৪৩(৪)) ঃ

করদাতার স্বামী বা স্ত্রী'র নামে যদি পৃথকভাবে আযকর নথি না থাকে সেক্ষেত্রে তাদের নামে অর্জিত আয়ও করদাতার রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া করদাতার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের নামে অর্জিত আয়ও করদাতার রিটার্নে দেখাতে হবে।

➤ ক্রমিক নং ৮- মূলধনী লাভ (ধারা-৩১) ঃ

কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত লাভ রিটার্নের এ অংশে প্রদর্শন করতে হবে। কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা হলে রেজিষ্ট্রেশন পর্যায়ে পরিশোধিত কর মূলধনী মুনাফার বিপরীতে চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে পরিশোধিত করের বিপরীতে নিম্নোক্ত উপায়ে মূলধনী লাভের পরিমাণ নিরূপন করতে হবে ঃ

ধরা যাক্ একটি গৃহসম্পত্তি বিক্রয়কালে রেজিষ্ট্রেশন পর্যায়ে ৫,০০০/- টাকা কর পরিশোধ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূলধনী লাভের পরিমাণ হবে ঃ

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%	৫,০০০/-
অর্থাৎ মোট ১,৫০,০০০/- টাকা আয়ের জন্য করের পরিমাণ		৫,০০০/-

অর্থাৎ ৫,০০০/- টাকার কর পরিশোধের বিপরীতে মূলধনী লাভ নিরূপিত হবে ১,৫০,০০০/- টাকা।

➤ ক্রমিক নং ৯- অন্যান্য উৎস হতে আয় (ধারা-৩৩) ঃ

পূর্ববর্তী ১ থেকে ৮ নং ক্রমিকে বর্ণিত খাতসমূহ ছাড়াও অন্য কোন খাত থেকে করদাতার আয় থাকলে তা ৯ নং ক্রমিকে প্রদর্শন করতে হবে। যেমন ব্যাংক সূদ, লভ্যাংশ, সঞ্চয় পত্রের সূদ ইত্যাদি খাতে আয় থাকলে তা অন্যান্য উৎস খাতে আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য ব্যাংক সূদ কিংবা লভ্যাংশ আয় থেকে উৎসে কর্তিত কর করদাতার জন্য অগ্রিম পরিশোধিত কর হিসেবে বিবেচিত হবে যা আয়কর মামলা নিষ্পত্তি পর্যায়ে সৃষ্ট করদাবীর বিপরীতে সমন্বয় করা যাবে।

➤ **ক্রমিক নং ১১- বিদেশ থেকে আয় ঃ**

বাংলাদেশে নিবাসী কোন করদাতার বিদেশে কোন আয় অর্জিত হয়ে থাকলে তাও রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে।

➤ **ক্রমিক নং ১৩- মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর ঃ**

এই ক্রমিকে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য করের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। করের পরিমাণ কিভাবে হিসেব করতে হয় তা নিম্নে একটি উদাহরণ সহকারে আলোচনা করা হলো ঃ

ধরা যাক ২০০৫-২০০৬ কর বর্ষে মোট আয়ের পরিমাণ ১০,৫০,০০০/- টাকা।

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর -----	১০%	১০,০০০/-
পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর -----	১৫%	৩৭,৫০০/-
পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর -----	২০%	৭০,০০০/-
অবশিষ্ট ১,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর -----	২৫%	৩৭,৫০০/-
১০,৫০,০০০/- টাকা মোট আয়ের জন্য আরোপযোগ্য কর হবে		১,৫৫,০০০/-

➤ **ক্রমিক নং ১৪- কর রেয়াত (ধারা-৪৪(২)বি) ঃ**

একজন করদাতার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে বিনিয়োগ কিংবা দান থাকলে তিনি বিনিয়োগ ও দানকৃত আয়ের ১৫% সরাসরি আয়কর রেয়াত হিসাবে প্রাপ্ত হবেন। তবে কর রেয়াতের জন্য এরূপ বিনিয়োগ ও দানের পরিমাণ মোট আয়ের ২০% অথবা ২,০০,০০০/- টাকা এর মধ্যে যেটি কম তার অধিক হতে পারবেনা।

বিনিয়োগ ঃ

- জীবন বীমার প্রিমিয়াম,
- সরকারী কর্মকর্তার প্রভিডেন্ড ফান্ডে চাঁদা,
- স্বীকৃত ভবিষ্যত তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা,
- ডিবেঞ্চার ও শেয়ারে বিনিয়োগ,
- কল্যান তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা,
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ডিপোজিট পেনশন স্কীমে চাঁদা।

দান ঃ

- যাকাত তহবিলে দান,
- বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন দাতব্য হাসপাতালে দান,
- প্রতিবন্ধীদের কল্যানে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান,
- আগাখান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কে দান,

- আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে দান,
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যান ও সেবামূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান।

ধরা যাক একজন করদাতার উল্লিখিত খাতসমূহের কয়েকটিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,০০,০০০/-টাকা। উক্ত করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ মনে করি ১০,৫০,০০০/- টাকা যার উপর আরোপযোগ্য কর দাড়ায় ১,৫৫,০০০/- টাকা। এরূপ করদাতার জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ হবে মোট আয়ের ২০% অর্থাৎ (১০,৫০,০০০/- × ২০%) = ২,১০,০০০/- টাকা। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ২,০০,০০০/- টাকা অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ হবে।

করদাতার জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ দাড়ায় ২,০০,০০০/- টাকা এবং এরূপ বিনিয়োগের জন্য ১৫% হারে কর রেয়াত হবে ২,০০,০০০/- × ১৫% = ৩০,০০০/- টাকা যা ১৪ নং ক্রমিকে কর রেয়াত হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

➤ **ক্রমিক নং ১৫- প্রদেয় কর ঃ**

১৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত আরোপযোগ্য কর হতে ১৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত কর রেয়াত বাবদ অর্থ বিয়োগ পূর্বক পার্থক্য ১৫ নং ক্রমিকে প্রদেয় কর হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত উদাহরণ অনুযায়ী আরোপযোগ্য ১,৫৫,০০০/- হতে রেয়াতযোগ্য কর ৩০,০০০/- টাকা বিয়োগ করে পার্থক্য ১,২৫,০০০/- টাকা প্রদেয় কর হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

➤ **সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির উপর আয়কর পরিশোধ প্রসংগেঃ**

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, ২০০৫-২০০৬ কর বৎসর হতে আয়করের আওতাভুক্ত সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে নিজের বেতন ভাতাদির উপর উদ্ভূত করদায় নিজস্ব আয় হতে পরিশোধ করবেন। অর্থাৎ চলতি করবর্ষ থেকে সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন খাতে প্রাপ্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর সরকার কর্তৃক পরিশোধিত হবে না।

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৫ এর অধীনে প্রাপ্য বেতন ও ভাতাদির উপর আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাদের করযোগ্য আয় আছে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি বৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন। চলতি ২০০৫-২০০৬ করবর্ষে মোট আয় ১ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে হলে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করতে হবে এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমা ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫।

(খ) একজন সরকারী কর্মকর্তার/কর্মচারীর বেতন ভাতা ছাড়াও অন্য কোন আয়ের উৎস যেমন- গৃহসম্পত্তি, ব্যাংক সূদ, লভ্যাংশ, কৃষি ইত্যাদি খাতে আয় থাকলে তা রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে।

(গ) রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য হারে সম্পূর্ণ কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বেই করদাতাকে নিজ তহবিল হতে পরিশোধ করতে হবে।

(ঘ) করদাতা সাধারণ অথবা স্বনির্ধারনী পদ্ধতির আওতায় রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। উভয় পদ্ধতির ক্ষেত্রেই রিটার্নের সাথে সম্পদ ও দায় বিবরণী (IT-10B), জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত বিবরণী (IT-10BB) দাখিল করতে হবে। এছাড়া বেতন বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী এবং অন্য কোন আয়ের উৎস থাকলে তার সমর্থনে উপযুক্ত প্রমান পত্র রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে। স্বনির্ধারনী রিটার্নের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রই আয়কর মামলা নিষ্পত্তির প্রমানপত্র হিসাবে গন্য হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে কর নির্ধারণী আদেশ ও দাবীনামাপত্র মামলা নিষ্পত্তির প্রমানপত্র হবে।

(ঙ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের কপি রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময়সীমার অব্যবহিত পরবর্তী মাসের বেতন বিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

(চ) আয়কর মামলা নিষ্পত্তি হবার পর সরকার হতে প্রাপ্ত বেতন-ভাতাদির উপর পরিশোধিত করের সমপরিমাণ অর্থ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বিলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিস হতে উত্তোলন করবেন। টি এ বিলের মাধ্যমে যেভাবে ভ্রমণ বাবদ ব্যয় উত্তোলন করা হয়, তদ্রুপ বেতন খাতে পরিশোধিত কর বিল দাখিলের মাধ্যমে উত্তোলন করতে হবে। তবে এরূপ বিল প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট কর সার্কেল থেকে বেতন খাতে পরিশোধিত করের পরিমাণ সম্পর্কে একটি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। সার্কেল কর্মকর্তা শুধুমাত্র বেতন খাতে আয় থাকার ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের ৯০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করে কর নির্ধারণী আদেশ ও দাবীনামার সাথে কর পরিশোধ সাপেক্ষে ছক অনুযায়ী প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবেন। স্বনির্ধারণী মামলার ক্ষেত্রে রিটার্নের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের সাথে এরূপ প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ এরূপ প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য লিখিতভাবে কোন আবেদন করতে হবে না।

(ছ) উপ কর কমিশনার কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বেতন খাতে কর পরিশোধ সম্পর্কে নিম্নরূপ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন ঃ

উপ কর কমিশনারের কার্যালয়
কর সার্কেল .....
কর অঞ্চল.....

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ..... পিতা-..... অত্র সার্কেলের একজন করদাতা। তাহার টিআইএন .....-.....-.....। তিনি ..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর হইতে বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ..... করবর্ষে তাহার মোট আয় নিরূপিত

হইয়াছে ..... টাকা যাহার মধ্যে বেতন আয়ের পরিমাণ ..... টাকা।
মোট আয়ের উপর পরিশোধিত আয়কর ..... টাকা (চালান নং .....)
এবং এর মধ্যে বেতন খাতে পরিশোধিত করের পরিমাণ ..... টাকা।

স্বাক্ষর ও সিল

উপ কর কমিশনার
কর সার্কেল- .....
কর অঞ্চল .....

(জ) একাধিক আয়ের উৎস থাকার ক্ষেত্রে উপ কর কমিশনার বেতন খাতে পরিশোধিত করের পরিমাণ আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করবেন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল ঃ

একজন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন খাত ছাড়াও ব্যাংক সূদ, গৃহসম্পত্তি, লভ্যাংশ, সঞ্চয় পত্রের সূদ ইত্যাদি খাতে আয় থাকতে পারে। ধরা যাক, ২০০৫-২০০৬ করবর্ষে জনাব আহসান নিম্নরূপ বেতন ভাতাদি প্রাপ্ত হয়েছেন ঃ

(ক) মাসিক মূল বেতন = ১৯,৩০০/- টাকা
(খ) ২টি উৎসব বোনাস (১৯,৩০০×২) = ৩৮,৬০০/- টাকা
(গ) চিকিৎসা ভাতা = ৫০০/- টাকা
(ঘ) আপ্যায়ন ভাতা = ৩০০/- টাকা

জনাব আহসান সরকারী বাসস্থানে বসবাস করেন। সরকারী বাসস্থানে থাকার কারনে তিনি নগদে বাসাভাড়া ভাতা বাবদ মূল বেতনের ৪০% গ্রহণ করেননি। উপরোন্ত উক্ত বাসস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বাবদ তার মূল বেতন হতে ৭.৫% কর্তন করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে একটি গাড়ী বরাদ্ধ পেয়েছেন। গাড়ী ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসের বেতন হতে ২০০/- টাকা করে কর্তন করা হয়।

এছাড়া জনাব আহসানের গৃহসম্পত্তি খাতে ৫০,০০০/- টাকা, কৃষি খাতে ১০,০০০/- টাকা, আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,১০,০০০/- টাকা এবং ব্যাংক সূদ খাতে ১০,০০০/- টাকা আয় রয়েছে। লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। জনাব আহসানের মোট আয় নিম্নরূপে পরিগণনা করা হলোঃ-

(ক) <u>বেতন খাতে আয় ঃ</u>

মূল বেতন = (১৯,৩০০×১২)	=	২,৩১,৬০০/-
উৎসব বোনাস = (১৯,৩০০×২)	=	৩৮,৬০০/-
চিকিৎসা ভাতা = (৫০০×১২)=	৬,০০০/-	
বাদ প্রকৃত ব্যয় =	৬,০০০/-	....
আপ্যায়ন ভাতা =(৩০০×১২)=		৩,৬০০/-

বাসস্থান সুবিধাঃ

মূল বেতনের ২৫% = ৫৭,৯০০/-

বাদ প্রকৃত ব্যয়ঃ

নগদ ভাতা পরিহার = ৯২,৬৪০/-
(মূল বেতনের ৪০%)

রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কর্তন = ১৭,৩৭০/-
(মূল বেতনের ৭.৫%)

১,১০,০১০/-

(৫২,১১০) ---

পার্থক্য ঋণাত্মক বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগ/বিয়োগ হবে না।

যাতায়াত সুবিধা ঃ

মূল বেতনের ৭.৫% = ১৭,৩৭০/-

বাদ মূল বেতন হতে কর্তন

(২০০×১২) = ২,৪০০/-

১৪,৯৭০/-

বেতন খাতে আয় = ২,৮৮,৭৭০/-

(খ) গৃহ সম্পত্তি আয়ঃ ৫০,০০০/-

(গ) কৃষি আয় ঃ ১০,০০০/-

(ঘ) অন্যান্য সূত্রের আয়ঃ

লভ্যাংশ ঃ ১,১০,০০০/-

শুধুমাত্র আইসিবি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত। তবে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ২৫,০০০/- টাকার উর্দ্ধে হলে সমুদয় অংকই করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে।

ব্যাংক সুদ = ১০,০০০/-

অন্যান্য সূত্রের আয় = ১,২০,০০০/-

মোট আয় = ৪,৬৮,৭৭০/-

জনাব আহসানের নিরূপিত মোট আয় ৪,৬৮,৭৭০/- টাকার বিপরীতে ধার্য্যকৃত করের পরিমাণ নিম্নরূপে পরিগণনা করা হবে ঃ

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	২০,০০০/-
অবশিষ্ট ১,৬৮,৭৭০/- টাকার উপর ----------	১৫%	২৫,৩১৬/-
	মোট	৪৫,৩১৬/-

জনাব আহসান প্রতি মাসে প্রভিডেন্ড ফান্ডে ২,০০০/- টাকা, কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা বাবদ মাসিক যথাক্রমে ৫০/- টাকা এবং ৩০/- টাকা চাঁদা প্রদান করেন। তিনি ৪০,০০০/- টাকার তিন বৎসর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন এবং জীবন বীমার প্রিমিয়াম বাবদ ৩,০০০/- টাকা প্রদান করেছেন।

উক্ত বিনিয়োগ ও চাঁদার জন্য তিনি ১৫% হারে কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন যার পরিগণনা নিম্নে দেখানো হলোঃ

(ক) প্রভিডেন্ড ফান্ডে চাঁদা

(২,০০০ টাকা × ১২ মাস) = ২৪,০০০/- টাকা

(খ) কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা তহবিলে চাঁদা

(৫০ + ৩০) টাকা] × ১২ মাস = ৯৬০/- টাকা।

(গ) সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ ৪০,০০০/- টাকা।

(ঘ) জীবন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান = ৩,০০০/- টাকা।

মোট = ৬৭,৯৬০/- টাকা।

মোট আয়ের ২০% অথবা ২,০০,০০০/- টাকা এর মধ্যে যেটি কম সেটি কর রেয়াতের জন্য অনুমোদন যোগ্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

জনাব আহসানের ক্ষেত্রে মোট আয়ের ২০% দাঁড়ায় $\frac{৪,৬৮,৭৭০ \times ২০}{১০০}$ = ৯৩,৭৫৪/- টাকা যা ২,০০,০০০/- টাকার কম বিধায় তা কর রেয়াতের জন্য বিনিয়োগের সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা হিসাবে বিবেচিত হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে করদাতার বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৭,৯৬০/- টাকা। যা অনুমোদনযোগ্য সীমার মধ্যে বিধায় এই অংকের উপর সরাসরি ১৫% রেয়াতযোগ্য কর হিসাবে গণ্য করা হবে। জনাব আহসানের কর রেয়াত এবং নীট প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপে পরিগণনা করা হবে-

মোট আরোপযোগ্য কর = ৪৫,৩১৬/- টাকা।

বাদঃ কর রেয়াত

(৬৭,৯৬০ টাকা × ১৫%) = ১০,১৯৪/- টাকা।

প্রদেয় কর = ৩৫,১২২/- টাকা।

বাদ উৎসে কর্তিত করঃ

(ক) ব্যাংক সুদ

(১০,০০০ × ১০%) = ১,০০০/-

(খ) লভ্যাংশ

(১,১০,০০০ × ১০%) = ১১,০০০/-

১২,০০০/-

নীট প্রদেয় কর = ২৩,১২২/-- টাকা।

জনাব আহসান সম্পূর্ণ কর পরিশোধ করলে শুধুমাত্র বেতন খাতে তার পরিশোধিত করের পরিমাণ নিম্নরূপ উপায়ে পরিগননা করতে হবেঃ

$$\frac{\text{বেতন খাতে আয়} \times \text{মোট পরিশোধিত কর}}{\text{মোট আয়}} = \frac{২,৮৮,৭৭০ \times ৩৫,১২২}{৪,৬৮,৭৭০}$$

= ২১,৬৩৬/- টাকা।

অর্থাৎ জনাব আহসানের মোট আয়ের বিপরীতে বেতন খাতে পরিশোধিত করের পরিমাণ বিবেচনা করতে হবে ২১,৬৩৬/- টাকা। যা তিনি বিলের মাধ্যমে পরবর্তীতে সরকারী কোষাগার হতে উত্তোলন করবেন।

➤ **সম্পদ ও দায় বিবরণী এবং জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণী ঃ**

২০০৫-২০০৬ কর বর্ষ হতে একজন ব্যক্তি করদাতার জন্য আয়ের পরিমাণ নির্বিশেষে সাধারণ কিংবা স্বনির্ধারণী উভয় পদ্ধতির ক্ষেত্রেই সম্পদ ও দায় বিবরণী এবং জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণী আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নিম্নে সম্পদ ও দায় বিবরণীর একটি কপি উল্লেখ পূর্বক তা কিভাবে পুরণ করা হবে তা আলোচনা করা হলো ঃ

পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (..... তারিখে)

১। ব্যবসার পুঁজি (মূলধনের জের) টাকা .....

২। অ-কৃষি সম্পত্তিঃ
(ক) জমি/গৃহ সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য) টাকা .....
(খ) সম্পত্তির বিবরণ ও অবস্থান

৩। কৃষি সম্পত্তি
(ক) জমি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য) টাকা .....
(খ) মোট জমি ও জমির অবস্থান

৪। বিনিয়োগঃ
(ক) শেয়ার/ডিবেঞ্চার টাকা .....
(খ) সঞ্চয়পত্র/ইউনিট সার্টিফিকেট/বন্ড টাকা .....
(গ) প্রাইজ বন্ড/সঞ্চয় স্কীম টাকা .....
(ঘ) ঋণ প্রদান টাকা .....
(ঙ) অন্যান্য বিনিয়োগ টাকা .....
মোট = টাকা .....

৫। মোটর যান (ক্রয়মূল্য) টাকা .....
মোটর যানের প্রকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর

৬। অলংকারাদি (ক্রয়মূল্য) টাকা .....

৭। আসবাবপত্র (ক্রয়মূল্য) টাকা .....

৮। ইলেকট্রনিক সামগ্রী (ক্রয়মূল্য) টাকা .....

৯। ব্যবসা বহির্ভূত অর্থ সম্পদ
(ক) নগদ টাকা .....
(খ) ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা .....
(গ) অন্যান্য টাকা .....
মোট = টাকা .....

১০। অন্যান্য পরিসম্পদ টাকা .....
(বিবরণ দিন)

মোট পরিসম্পদ = টাকা .....

১১। বাদঃ দায়সমূহ

(ক)	সম্পদ অথবা জমি বন্ধক	টাকা .....
(খ)	জামানত বিহীন ঋণদায়	টাকা .....
(গ)	ব্যাংক ঋণ	টাকা .....
(ঘ)	অন্যান্য	টাকা .....
	মোট দায় =	টাকা .....

নীট সম্পদ টাকা .....

১২। (ক) পারিবারিক ব্যয় টাকা .....

(খ) অন্যান্য বিশেষ ব্যয় টাকা .....

[চিকিৎসা ব্যয়, উৎসব ব্যয়, বিবাহ খরচ ইত্যাদি]

(গ) পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যাঃ

পূর্ণ বয়স্ক	শিশু

আমি বিশ্বস্ততার সাথে ঘোষণা করছি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে আইটি-১০বি তে প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণ।

করদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ.....

* *করদাতার নিজের, তাঁর স্ত্রী/স্বামীর (রিটার্ন দাখিলকারী না হলে), নাবালক সন্তানদের পরিসম্পদ ও দায় উপরি-উক্ত বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে।*

* *প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন।*

করদাতার নিজের, তার স্ত্রী/স্বামীর (যদি তারা রিটার্ন দাখিলকারী না হন) বা নাবালক সন্তানদের যাবতীয় পরিসম্পদ ও দায় সম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে।

সম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শিত কোন সম্পদ কিভাবে অর্জিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে। অর্থাৎ উক্ত সম্পদ ক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকলে ক্রয়মূল্য বাবদ পরিশোধিত অর্থের উৎস ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্যথায় সমুদয় ক্রয়মূল্য অব্যাখ্যায়িত বিনিয়োগ হিসেবে করদাতার হাতে করযোগ্য হবে।

করদাতা যদি কোন সম্পদ দান হিসেবে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে দানকারীর নাম, ঠিকানা ও টিআইএন (TIN) উল্লেখ করতে হবে এবং দানের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমানপত্র দাখিল করতে হবে। করদাতা নিজেও যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দান বা ঋণ প্রদান করে থাকেন সেক্ষেত্রে দান বা ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও টিআইএন (TIN) উল্লেখ করতে হবে।

করদাতা যদি কোন বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মানে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করতে ইচ্ছুক না হন সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্টের আয়তনের ভিত্তিতে কর প্রদান করলে কর বিভাগ কর্তৃক উক্ত বিনিয়োগের উৎস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ব্যতিরেকে প্রদর্শিত বিনিয়োগ গ্রহণ করা হবে।

আয়কর অধ্যাদেশের 19B ধারায় বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট নির্মান বা এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ে বিনিয়োগের উপর সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপ ভিত্তিক কর হারের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

দালানের আয়তনের (plinth area) স্তর	কর হার
২০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গ মিটার ২০০/- টাকা।
২০০ বর্গ মিটারের অধিক	প্রতি বর্গ মিটার ৩০০/- টাকা।

বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগের সময়কাল যে বৎসরই হোক না কেন, ১লা জুলাই ২০০৫ বা এর পরে 19B ধারায় বিনিয়োগ প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করা হলে উক্ত হারেই কর প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর প্রদানের এ বিধানটি ঐচ্ছিক অর্থাৎ কেহ যদি বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহলে এরূপ কর প্রদান ছাড়াই তিনি প্রচলিত নিয়মে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

করদাতার যদি শুধুমাত্র জমি ক্রয়ে বিনিয়োগ থাকে এবং উক্ত বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি যদি অনিচ্ছুক হন তবে তিনি আয়কর অধ্যাদেশের 19BB ধারার অধীনে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কৃত জমির দলিল মূল্যের ৫% কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান ব্যতিরেকেই উক্ত বিনিয়োগ তাঁর সম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শন করতে পারবেন।

অনুরূপভাবে কোন করদাতা যদি ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ নিজের ব্যবহারের জন্য মোটর গাড়ী ক্রয় করে থাকেন এবং তিনি যদি মোটরগাড়ী ক্রয়ের ব্যাখ্যা প্রদানের অনিচ্ছুক হন তবে তিনি ১৫০০ সিসি কিংবা তদুর্ধ ক্ষমতা সম্পন্ন গাড়ী বা জীপের জন্য ক্রয়মূল্যের ৭.৫% এবং ১৫০০ সিসি'র কম ক্ষমতা সম্পন্ন গাড়ী বা জীপের জন্য ক্রয়মূল্যের ৫% হারে কর প্রদান সাপেক্ষে আয়কর অধ্যাদেশের 19BBB ধারার অধীনে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান ব্যতিরেকেই উক্ত বিনিয়োগ তাঁর সম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শন করতে পারবেন।

করদাতা ব্যাংক কিংবা কোন ব্যক্তি হতে যদি ঋণ গ্রহণ করে থাকেন তা সম্পদ ও দায় বিবরণীর ১১ নং ক্রমিকে প্রদর্শন করতে হবে। কোন ব্যক্তির নিকট হতে গৃহীত ঋণ যদি ঋণ গ্রহণের পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা না হয় তা হলে উক্ত ঋণ করদাতার হাতে আয় হিসেবে গণ্য করা হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণীর একটি কপি উল্লেখ পূর্ববক তা কিভাবে পুরণ করা হবে আলোচনা করা হলো ঃ

ফরম

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৭৫(২)(ডি)(আই) এবং ধারা ৮০ অনুসারে ব্যক্তি করদাতার জীবন যাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্যের বিবরনী।

[সঠিক ঘরে টিক দিন]

১। আবাসন সংক্রান্ত তথ্যঃ

(ক) নিজ বাসস্থানে অবস্থান করেন ☐

(খ) ভাড়া বাসস্থানে অবস্থান করেন ☐

(গ) বাড়ী ভাড়ার ব্যয় নিজে বহন করেন ☐ বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণঃ ---------- টাকা।

(ঘ) নিয়োগকারী কর্তৃক প্রদত্ত বাড়ীতে অবস্থান করেন ☐

(ঙ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক সজ্জিত ☐ নিজের দ্বারা সজ্জিত ☐

২। যানবাহন সংক্রান্ত তথ্যঃ

(ক) যানবাহনের মালিক স্বয়ং ☐ যানবাহনের মালিক নিয়োগকারী ☐

(গ) যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নিজে বহন করেন ☐

(ঘ) যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নিয়োগকর্তা বহন করেন ☐

(ঙ) যানবাহনের প্রকৃতিঃ জীপ ☐ --------- সি.সি কার ☐ ---------- সি.সি

(চ) জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণে বাৎসরিক খরচ ---------- টাকা।

৩। (ক) আবাসিক বিদ্যুৎ বিল ----------টাকা

(খ) আবাসিক টেলিফোন বিল ----------টাকা।

৪। (ক) সন্তান দেশের কোন স্থানীয় বেসরকারী স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করলে তার তথ্যাদিঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	সন্তান সংখ্যা	বার্ষিক খরচ

(খ) সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করলে সংশ্লিষ্ট আয় বছরে বাৎসরিক খরচ ---- টাকা।

৫। সংশ্লিষ্ট আয় বছরে বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

নিজে ব্যয় বহন করেছেন		নিজে ব্যয় বহন করেননি		
ভ্রমণের সংখ্যা	দেশের নাম	ভ্রমণের সংখ্যা	দেশের নাম	কে ব্যয় বহন করেছে ?

আমি বিশ্বস্ততার সাথে ঘোষণা করছি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এই আইটি-১০বিবি তে প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণ।

করদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ.....

* *প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন।*

করদাতা যে বাসস্থানে অবস্থান করেন তা যদি নিজের হয় কিংবা ভাড়া বাড়ী হয় তা এ বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে। ভাড়া বাড়ী হলে বাৎসরিক ভাড়ার পরিমাণ উল্লেখ

করতে হবে। বাড়ীর মালিকানা নির্বিশেষে উক্ত বাড়ীর আবাসিক বিদ্যুৎ বিল এবং আবাসিক টেলিফোন বিল বাবদ বাৎসরিক খরচ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হবে। করদাতা কোন যানবাহন ব্যবহার করলে উক্ত যানবাহনের মালিকানা উল্লেখ করতে হবে। যদি করদাতা উক্ত গাড়ীর মালিক হন সেক্ষেত্রে উক্ত গাড়ীর জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়িত বৎসরিক খরচের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। করদাতার সন্তান বা সন্তানগণ যদি বেসরকারী স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও সন্তান সংখ্যা উল্লেখ পূর্বক লেখাপড়া বাবদ বাৎসরিক খরচ উল্লেখ করতে হবে। এ ছাড়া করদাতার কোন সন্তান যদি বিদেশে লেখাপড়া করে তার বাৎসরিক খরচও উল্লেখ করতে হবে। করদাতা বিদেশ ভ্রমণ করে থাকলে ভ্রমনের সংখ্যা ও দেশের নামসহ কে ভ্রমন ব্যয় বহন করেছে তার তথ্য প্রদান করতে হবে।

- করদাতাকে সম্পদ ও দায় বিবরণী এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত বিবরণীতে পৃথকভাবে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে। এছাড়া রিটার্ন ফরমের ৬ নং পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদান করে রিটার্নের সঠিকতা সম্পর্কেও করদাতাকে প্রতিপাদন প্রদান করতে হবে।

Bangladesh Tax Update
www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

অপূর্ব কান্তি দাস
প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৪১৫৪৮